মায়াবী চোখের মেয়ে

August 20, 2026

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ



অধ্যায় ১ — অলস দুপুর

এক স্প্রেতে অ্যাঞ্জেলিক ফ্রেশ ফ্রেশনার—সুবাসিত ঘরে সব ভালো লাগে।

আমার নাম **সৌরভ**।

ছুটির দিনের এই অলস বিকেলে একটু দিবানিদ্রা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কারণ আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যদি আজকের এই তীব্র গরম নিয়ে কিছু একটা লিখতে বলা হতো, তাহলে তিনি হয়তো লিখতেন—

"এমনও গরম দিনে দুপুরে যে নিদ না যায়, সে যে অভাগা, সে যে অভাগা!"

কিন্তু তীব্র গরমের কারণে আমি কিছুতেই ঘুমাতে পারছি না।

যদিও আমার ঘরে একটা ফ্যান আছে।

ফ্যান!

কিন্তু ওটাকে অসম্মান করে আমি ফ্যান বলি।

ওটা আসলে ফ্যানের স্মৃতিচিহ্ন।

অবশ্য আমার বড় বোন **মৌসুমি**কে বললেই একটা নতুন ফ্যানের ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু কারও কাছে সরাসরি কিছু চাওয়ার অভ্যাস আমার নেই।

ঠিক তখনই বাইরে থেকে বোনের গলা ভেসে এল—

—সৌরভ! ও সৌরভ!

—হ্যাঁ আপু?

—কী করিস?

—একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম আপু। কিন্তু কোনোভাবেই ঘুমাতে পারছি না। এত গরম, তার ওপর ফ্যানটার কী অবস্থা দেখেছ?

মৌসুমি ঘরে ঢুকে ফ্যানটার দিকে তাকাল।

—আহা! এই ফ্যান এখনও চলছে?

—চলছে না, আপু। শুধু ঘুরে ঘুরে আমাকে অপমান করছে।

মৌসুমি হেসে ফেলল।

—শোন, আজ সন্ধ্যায় তুই কিন্তু আমার সঙ্গে বাইরে যাবি।

—কেন?

—জামাইবাবুর সঙ্গে একটু বের হব। মামা বলেছে গাড়ির ড্রাইভারের আজ ছুটি। তাই তুই গাড়ির পাহারা দিবি।

—গাড়ির পাহারা?

—হ্যাঁ। যেন গাড়ির লুকিং গ্লাস চুরি না হয়।

—আপু, তুমি মজা করছ?

—না। তোর দুলাভাই তোকে খুব ভালোবাসে।

—না না, দুলাভাই তো আমাকে তোমার থেকেও বেশি ভালোবাসে।

মৌসুমির মুখটা হঠাৎ একটু নরম হয়ে গেল।

—বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকে তোকে তো তোর দুলাভাই-ই দেখাশোনা করেছে।

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক।

—তাহলে সন্ধ্যায় যাবি?

—হ্যাঁ। যাব।

—ঠিক সময়ে রেডি থাকিস।

—ঠিক আছে।

মৌসুমি দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

—আর হ্যাঁ, ফ্যান নিয়ে এত চিন্তা করিস না।

—কেন?

—ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কী ব্যবস্থা?

—তা সময় হলে বুঝবি।

আমি সন্দেহের চোখে আপুর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু আপু চলে গেল।

আমি আবার ফ্যানের দিকে তাকালাম।

ফ্যানটা তখনও কাঁপতে কাঁপতে ঘুরছে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

—এমন অভাগা দিনে দুপুরে যে নিদ না যায়...

[মিউজিক]

অধ্যায় ২ — মেঘলার আগমন

আমার নাম **মেঘলা**।

আমি কলকাতার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ পড়ি।

ছোটবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল কলকাতার নামী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। কিন্তু সবকিছু ইচ্ছেমতো হয় না।

মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক—দুটোতেই আমার ফল খুব ভালো ছিল।

বাবা তখন ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—

—আমার মেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। দরকার হলে আমি আমার অর্ধেক সম্পত্তি বিক্রি করে দেব।

আমি বলেছিলাম—

—বাবা, এত কিছু করার দরকার নেই।

বাবা বলেছিলেন—

—তুই আমার একমাত্র মেয়ে। তোর জন্য আমি সব করতে পারি।

শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই আমার পড়াশোনা শুরু হলো।

কিন্তু হোস্টেলে থাকার বদলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো আমার **মামা-মামির বাড়িতে**, বহরমপুরের কাছে।

মামি বলেছিলেন—

—এত বড় বাড়ি থাকতে মেঘলা হোস্টেলে থাকবে কেন?

মামা বলেছিলেন—

—আমার বাড়িতে থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি বুঝেছিলাম, আমার স্বাধীনতা কিছুটা কমবে।

কিন্তু মামি-মামার ভালোবাসায় সেই অভাবটাও যেন পূরণ হয়ে গেল।

অধ্যায় ৩ — হাসপাতালে অর্ক

একদিন মামা আমাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—

—মামা, হাসপাতালে যাচ্ছি কেন? কেউ অসুস্থ?

মামা বললেন—

—শিরিন পিসির গাড়ি চুরি হয়েছে।

—গাড়ি চুরি হয়েছে? তাহলে থানায় যাচ্ছি না কেন?

—থানার কাজ শেষ।

—তাহলে হাসপাতালে কেন?

মামা গম্ভীর মুখে বললেন—

—ড্রাইভারকে একটু ধরতে হবে।

—ড্রাইভারকে ধরতে হবে মানে?

—ওকে ছুরি মেরে হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

—গাড়ি চুরি করে আবার ড্রাইভারকে ছুরি মারল কে?

মামা বললেন—

—চোর আর ড্রাইভার একসঙ্গে কাজ করেছে।

হাসপাতালে ঢুকতেই আমার চোখে পড়ল এক যুবক।

তার নাম **অর্ক**।

ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত, শহুরে পোশাক, সবকিছু নিয়ে অতিরিক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার চিন্তা।

মামা আমাকে বললেন—

—এই অর্ককে একটু দেখে রাখিস।

অর্ক হাসপাতালের পরিবেশ দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলল—

—স্ট্রেঞ্জ!

আমি হেসে ফেললাম।

—কী স্ট্রেঞ্জ?

—মানুষজন মেঝেতে শুয়ে আছে!

আমি বললাম—

—সরকারি হাসপাতালে বেডের চেয়ে রোগী বেশি থাকে। এটা জানেন না?

অর্ক চুপ করে গেল।

আমি বললাম—

—চলুন, আপনাকে একটা জায়গা দেখাই।

—কোথায়?

—মর্গ।

অর্কের মুখের রং বদলে গেল।

—মর্গ?

—হ্যাঁ। যেখানে পোস্টমর্টেম হয়।

—ওহ!

আমি মুচকি হেসে বললাম—

—বাংলায় যাকে বলে ময়নাতদন্ত।

অর্ক এবার চুপ।

আমি বললাম—

—জীবনানন্দ দাশের নাম শুনেছেন?

অর্ক মাথা নাড়ল।

—হ্যাঁ।

—তাহলে বুঝবেন, বাংলা সাহিত্য শুধু প্রেম আর ফুল নিয়ে লেখা নয়।

অধ্যায় ৪ — ফেসবুক শিক্ষা

মেঘলা মামির কাছে এসে বলল—

—মামি, আমাকে একটা কাজ করে দেবে?

—কী কাজ?

—ফেসবুক চালানো শিখিয়ে দেবে?

মামি হেসে বললেন—

—ফেসবুক কেন? আমি চাইলে তোকে টিকটকও শেখাতে পারি।

—আগে ফেসবুকটা শিখি।

—ঠিক আছে। তবে তোর মামাকে বলবি না।

—কেন?

—উনি খুব রাগ করবেন।

—কেন?

—আমি অন্য কারও সঙ্গে কথা বললে উনি সহ্য করতে পারেন না।

ঠিক তখনই সৌরভ ঘরে ঢুকল।

মামি বললেন—

—ওই যে সৌরভ এসেছে। ওকে বল। ও তো এসব খুব ভালো জানে।

সৌরভ বলল—

—ফেসবুক শেখাব?

—হ্যাঁ।

—প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

—আমার অ্যাকাউন্ট আছে।

—ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নয়। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট।

মেঘলা লজ্জা পেয়ে বলল—

—ওহ!

সৌরভ হেসে বলল—

—ঠিক আছে। কাল থেকে ট্রেনিং শুরু।

অধ্যায় ৫ — প্রথম ঝগড়া

পরদিন বাড়ির দরজায় সৌরভকে দেখে মেঘলা বলল—

—কাকে চান?

—আপনাকে কেন বলব?

—আমাকে বলবেন, কারণ আমি বাড়িতে থাকি।

—আপনিই বাড়িতে থাকেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে ভুল বাড়িতে এসেছি।

—আপনি কে?

—আপনাকে কেন বলব?

ঠিক তখন সৌরভ এসে বলল—

—মেঘলা, কী হয়েছে?

মেঘলা অবাক—

—তুমি এই লোকটাকে চেনো?

সৌরভ হেসে বলল—

—এই তো আমাদের বাড়ির মানুষ।

মেঘলা বিরক্ত হয়ে বলল—

—আমাকে মহিলা বললেন কেন?

সৌরভ বলল—

—তাহলে কী বলব? ব্যাটা?

মেঘলা চোখ বড় বড় করে তাকাল।

সৌরভ হেসে ফেলল।

এইভাবেই তাদের প্রথম পরিচয়।

আর সেই পরিচয়ের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের অনেক গল্প।

অধ্যায় ৬ — ইলিশের বাজি

সন্ধ্যায় মেঘলা সৌরভকে বলল—

—আজ রাতে খেয়ে যাবেন।

—কী আছে মেনুতে?

—ইলিশ মাছ।

সৌরভ সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাঁকাল।

—ইলিশ আমার পছন্দ না।

মেঘলা অবাক।

—আপনি বাঙালি হয়ে ইলিশ পছন্দ করেন না?

—না।

—আশ্চর্য!

সৌরভ বলল—

—আপনার প্রিয় কী?

মেঘলা বলল—

—ইলিশের পেটি।

সৌরভ হেসে বলল—

—আমি তো একটা ইলিশের পেটির জন্য অনেক কিছুই করতে পারি।

মেঘলা বলল—

—ইলিশ না চুমু?

সৌরভ বলল—

—দুটোই।

মেঘলা চোখ কুঁচকে তাকাল।

—আপনি কিন্তু ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করছেন।

—আমি তো ইলিশের কথা বললাম। চুমুর কথা আপনি বললেন।

মেঘলা চুপ করে গেল।

তারপর বলল—

—একদিন আপনাকে মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে ইলিশের লেজ ভর্তা খাওয়াব।

—আমি যাব না।

—বাজি?

—বাজি।

—কত টাকা?

—৩৩৪ টাকা।

মেঘলা হাসল।

—এত কম?

সৌরভ বলল—

—এই মুহূর্তে এটাই আমার সর্বস্ব।

মেঘলা মুচকি হেসে বলল—

—সেটাও হারাবেন।

সৌরভ বলল—

—দেখা যাবে।

অধ্যায় ৭ — মুর্শিদাবাদের পথে

ফেসবুক শেখাতে শেখাতে সৌরভ বলল—

—ফেসবুকে শুধু বাড়িতে বসে ছবি দিলে হবে না। ভালো ভালো জায়গায় গিয়ে ছবি তুলতে হবে।

—কোথায়?

—মুর্শিদাবাদ, হাজারদুয়ারি, কলকাতার ভিক্টোরিয়া, প্রিন্সেপ ঘাট, বীরভূমের শান্তিনিকেতন—অনেক জায়গা আছে।

মেঘলা বলল—

—আর?

সৌরভ মুচকি হেসে বলল—

—মুর্শিদাবাদের ইলিশের লেজ ভর্তা।

মেঘলা বলল—

—চলুন তাহলে।

সৌরভ অবাক।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

তারা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল।

গাড়ি যখন গঙ্গার ধারে পৌঁছাল, তখন সন্ধ্যার আলো নরম হয়ে এসেছে।

মেঘলা বলল—

—আজ কিন্তু আপনার বাজি হারতে হবে।

সৌরভ বলল—

—দেখা যাক।

ইলিশের লেজ ভর্তা সামনে আসতেই সৌরভ একবার তাকাল।

তারপর এক লোকমা মুখে দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

মেঘলা জিজ্ঞেস করল—

—কেমন?

সৌরভ বলল—

—এটা... খারাপ না।

মেঘলা হেসে বলল—

—বাজি জিতলাম।

সৌরভ বলল—

—আপনি ৩৩৪ টাকা জিতেছেন।

মেঘলা বলল—

—আমি কারও কাছে ঋণ রাখতে পছন্দ করি না।

সৌরভ পকেট থেকে টাকা বের করতে গেলে মেঘলা হাত তুলে থামিয়ে দিল।

—টাকা লাগবে না।

—কেন?

—আপনি তো আমার সঙ্গে ইলিশ খেতে এসেছেন। এটাই যথেষ্ট।

সৌরভ কিছু বলল না।

তার চোখে তখন অন্যরকম একটা অনুভূতি।

অধ্যায় ৮ — আকাশের নিচে

কয়েকদিন পর সৌরভের সঙ্গে মেঘলার আবার দেখা হলো।

মামা বললেন—

—আজ রাতে ছাদে সবাই মিলে আকাশ দেখব।

সৌরভ টেলিস্কোপ নিয়ে এল।

মেঘলা অবাক হয়ে বলল—

—আপনি এত কিছু জানেন কীভাবে?

সৌরভ মৃদু হেসে বলল—

—ছোটবেলায় বাবা আমাকে ছাদে নিয়ে এসে তারা চিনিয়ে দিতেন।

—আপনি তারা চেনেন?

—হ্যাঁ।

সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—

—ওটা সপ্তর্ষিমণ্ডল। ওদিকে ধ্রুবতারা।

মেঘলা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

সৌরভ বলল—

—আকাশের দিকে তাকালে মানুষের অনেক দুঃখ ছোট হয়ে যায়।

মেঘলা বলল—

—আপনি সবসময় এমন কথা বলেন?

—না। শুধু যাদের সামনে বলতে ইচ্ছে করে, তাদের সামনে বলি।

মেঘলা চুপ করে গেল।

অধ্যায় ৯ — সম্পর্কের ইঙ্গিত

একদিন বাড়িতে যাওয়ার পথে মেঘলা শুনল, তার বিয়ের কথা চলছে।

একজন বলল—

—অর্ক তো ভালো ছেলে। ভালো চাকরি করে।

মেঘলা হেসে বলল—

—কত টাকা বেতন?

—পঁয়ত্রিশ হাজার।

—তাহলে এখনই বিয়ে করা যাবে না।

সৌরভ দূর থেকে কথাটা শুনছিল।

সে মজা করে বলল—

—তিন বছর পর বিয়ে করবেন?

মেঘলা তাকাল।

—আপনি কেন এত চিন্তা করছেন?

—এমনিই।

—তিন বছর পর আমার বেতনও বাড়বে না।

মেঘলা বলল—

—তখন আমি ভালো চাকরি নেব।

সৌরভ বলল—

—তাহলে দুজনের বেতনে সংসার চলবে।

মেঘলা হেসে বলল—

—আপনি আমার জন্য এত চিন্তা করেন কেন?

সৌরভ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—

—কারণ আপনি...

কথাটা শেষ করল না।

মেঘলা বলল—

—কারণ আমি কী?

সৌরভ মৃদু হেসে বলল—

—আপনি আমার কাছে অন্যরকম।

মেঘলা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর ধীরে ধীরে বলল—

—স্বামী কি আমার জন্য কবিতা লিখতে পারবে?

সৌরভ মাথা নাড়ল।

—হয়তো পারবে না।

—স্বামী কি আমার জন্য সর্বস্ব বাজি রাখতে পারবে?

—হয়তো না।

—তাহলে সুখী হব কীভাবে?

সৌরভ হেসে বলল—

—ভুল বলেছি। আপনাকে যে মানুষটা ভালোবাসবে, সে আপনার যোগ্য হতে পারবে কি না সেটাই আসল প্রশ্ন।

মেঘলা তাকিয়ে রইল।

সৌরভ ধীরে ধীরে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল।

—আপনি চাইলে আমার হাতটা ধরতে পারেন।

মেঘলা হাত বাড়াল, কিন্তু থেমে গেল।

—একটা শর্ত আছে।

—কী শর্ত?

—এই হাত একবার ধরলে কোনোদিন ছাড়তে পারবেন না।

সৌরভ তার দিকে তাকিয়ে বলল—

—কখনো ছাড়ব না।

মেঘলা ধীরে ধীরে তার হাত ধরল।

দুজনের চোখে তখন এক অদ্ভুত নীরবতা।

দূরে গঙ্গার জলে আলো পড়ছে।

আকাশে একে একে তারা জ্বলছে।

আর তাদের দুজনের জীবনে শুরু হলো এমন এক গল্প—

যার শুরু হয়েছিল একটা নষ্ট ফ্যান, একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আর **ইলিশের লেজ ভর্তার বাজি** দিয়ে।

লেখক: সফিক শেখ

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ১০ — সর্বস্ব বাজি

সেদিন গঙ্গার পাড় থেকে ফেরার পরও মেঘলার হাতের উষ্ণতা যেন সৌরভের হাত ছেড়ে যায়নি।

রাতের আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলছিল, অথচ সৌরভের মনে হচ্ছিল—তার নিজের আকাশে মাত্র একটা তারাই উঠেছে।

মেঘলা।

অন্যদিকে, মেঘলাও ঘুমোতে পারছিল না।

মামি রুমে এসে বললেন—

—কি রে, এত রাত পর্যন্ত জেগে আছিস কেন?

—ঘুম আসছে না।

—গরম লাগছে?

—না... তেমন না।

মামি মুচকি হেসে বললেন—

—তাহলে বুঝেছি।

—কি বুঝলে?

—যাদের মনে নতুন গল্প শুরু হয়, তাদের ঘুম একটু কম হয়।

মেঘলা লজ্জা পেয়ে বালিশে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

অধ্যায় ১১ — শনিবারের মাছের বাজার

শনিবার মানেই সৌরভের মাছ কেনার দিন।

ভোরবেলায় সে বহরমপুরের কৃষি মার্কেটে ঢুকতেই মাছওয়ালা কাকু চিৎকার করে বললেন—

—এই যে কবি বাবু! আজকে কি আবার ইলিশ নিবেন?

সৌরভ হেসে বলল—

—কবি না কাকু, ক্রেতা।

—একই কথা। যে ইলিশ নিয়ে কবিতা লিখতে চায়, সে কবিই।

ঠিক তখনই পিছন থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর—

—আজও মৎসক্রয় দিবস?

সৌরভ ঘুরে দেখল।

মেঘলা।

হাতে একটা ছোট ব্যাগ।

চোখে সেই চিরচেনা দুষ্টু হাসি।

—আপনি এখানে?

—মামি পাঠিয়েছেন।

—মাছ চিনেন?

—না।

—তাহলে আজ ক্লাস হবে।

সৌরভ একটা বড় ইলিশ হাতে তুলে বলল—

—দেখুন, চোখ চকচকে হতে হবে।

—হুম।

—ফুলকা লাল হবে।

—হুম।

—আর লেজটা...

মেঘলা হেসে বলল—

—ভর্তা হবে।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

অধ্যায় ১২ — অর্কের আগমন

সন্ধ্যায় মামার বাড়িতে অর্ক এল।

আগের মতোই পরিপাটি পোশাক, হাতে দামি ঘড়ি।

মামি খুশি হয়ে বললেন—

—এসো অর্ক, বসো।

অর্ক বসতেই মেঘলার দিকে তাকিয়ে বলল—

—অনেকদিন দেখা নেই।

—হ্যাঁ।

সৌরভ চুপচাপ পাশে বসেছিল।

অর্ক বলল—

—আগামী সপ্তাহে কলকাতায় একটা কর্পোরেট সেমিনার আছে। তুমি চাইলে যেতে পারো।

মেঘলা ভদ্রভাবে বলল—

—দেখি।

মামা তখন হঠাৎ বললেন—

—সৌরভ, তুইও গেলে কেমন হয়?

অর্কের মুখে এক মুহূর্তের জন্য অস্বস্তি ফুটে উঠল।

সৌরভ বলল—

—আমার অফিস আছে।

মেঘলা চুপচাপ সৌরভের দিকে তাকাল।

তার মনে হলো—সে যেন না গেলে ভালো হতো।

অধ্যায় ১৩ — ফেসবুকের নতুন বিপদ

মামার ফেসবুক শেখা এখন বেশ এগিয়ে গেছে।

একদিন তিনি দৌড়ে এসে বললেন—

—সৌরভ! বিপদ!

—কি হয়েছে?

—আমার ছবিতে একশোটা লাইক পড়েছে।

—ভালো তো।

—কিন্তু একজন লিখেছে—“হ্যান্ডসাম।”

সৌরভ হাসতে হাসতে বলল—

—তাতে সমস্যা কোথায়?

—মামি যদি দেখে?

ঠিক তখনই মামি পিছন থেকে বললেন—

—কি দেখব?

মামা ফোন লুকিয়ে ফেললেন।

—কিছু না।

মামি ফোনটা কেড়ে নিয়ে পড়লেন—

“হ্যান্ডসাম আঙ্কেল।”

মামি কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললেন—

—ভালোই তো।

মামা অবাক।

—রাগ করলে না?

—না। তবে কাল থেকে প্রোফাইল ছবি আমি তুলব।

ঘর ভরে হাসির রোল পড়ে গেল।

অধ্যায় ১৪ — ভেলপুরির বিকেল

কলেজ ছুটির পর মেঘলা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

হঠাৎ সৌরভ এসে বলল—

—ক্ষুধা লেগেছে?

—একটু।

—চলুন।

—কোথায়?

—ভেলপুরি।

বহরমপুরের মোড়ের পুরোনো দোকানে দাঁড়িয়ে দুজনে ভেলপুরি খেল।

মেঘলা বলল—

—আপনি ইদানীং বাড়িতে কম যাচ্ছেন কেন?

সৌরভ একটু থেমে বলল—

—যাওয়া কমিয়ে দিয়েছি।

—কেন?

—এমনিই।

মেঘলা বুঝতে পারল, এটা “এমনিই” নয়।

কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

অধ্যায় ১৫ — না বলা কথা

সেদিন বাড়ি ফিরে সৌরভ ছাদে উঠে গেল।

আকাশে অসংখ্য তারা।

সে মনে মনে বলল—

“নিজের আওকাত বুঝে চলতে হবে।”

ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠল।

স্ক্রিনে লেখা—

মেঘলা কলিং।

সৌরভ কিছুক্ষণ ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর কল রিসিভ করল।

—হ্যালো।

—কি করছেন?

—আকাশ দেখছি।

—আজ ভেগা দেখা যাচ্ছে?

সৌরভ আকাশের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাকেও দেখাবেন?

সৌরভ মৃদু হেসে বলল—

—যখনই চাইবেন।

ওপাশে কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর মেঘলা খুব আস্তে বলল—

—আজ আপনার কথা খুব মনে পড়ছিল।

সৌরভের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

সে উত্তর দিল না।

শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

কারণ কিছু অনুভূতির উত্তর শব্দে হয় না।

চলবে...

****লেখক: সফিক শেখ****

অধ্যায় ১৬ — অদ্ভুত দাওয়াত

রবিবার দুপুরে বাড়িতে সবাই খাওয়া-দাওয়া করছে। এমন সময় মামার ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো? ... ওহ, তাই নাকি? ... আচ্ছা, আমরা আসছি।

ফোন রেখে মামা বললেন,

—শিরিন পিসির বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় দাওয়াত।

মামি সঙ্গে সঙ্গে বললেন,

—সবাই যাবে।

মেঘলা স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল,

—সৌরভ যাবে?

মামা হেসে বললেন,

—ও তো আমাদেরই ছেলে। ও না গেলে হয় নাকি?

সৌরভ একটু অস্বস্তি পেল।

কয়েকদিন আগের ভেলপুরির বিকেল আর রাতের ফোনালাপ তার মাথায় ঘুরছে।

তবু সে রাজি হয়ে গেল।

অধ্যায় ১৭ — শুদ্ধর হাসি

সন্ধ্যায় তারা বহরমপুরের গোরাবাজারে শিরিন পিসির বাড়িতে পৌঁছাল।

দরজা খুলতেই একটা ছোট্ট ছেলে দৌড়ে এসে বলল,

—তোমার নাম কী?

সৌরভ হাঁটু গেড়ে বসে বলল,

—আমার নাম সৌরভ। আর তোমার?

—আমার নাম শুদ্ধ।

মেঘলা দূর থেকে দৃশ্যটা দেখছিল।

শুদ্ধ এক লাফে সৌরভের কোলে উঠে পড়ল।

—তুমি খেলবে?

—অবশ্যই খেলব।

মামি মুচকি হেসে বললেন,

—দেখেছিস? বাচ্চারা মানুষ চিনতে ভুল করে না।

মেঘলার বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল।

অধ্যায় ১৮ — অর্কের পরিকল্পনা

ড্রয়িংরুমে বসতেই অর্ক এসে হাজির।

—হাই, মেঘলা।

—হ্যালো।

অর্ক খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল,

—আগামী সপ্তাহে কলকাতায় একটা কর্পোরেট কনফারেন্স আছে। চাইলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

মেঘলা ভদ্রভাবে বলল,

—দেখি।

ঠিক তখন পাশের ঘর থেকে শিরিন পিসি বললেন,

—অর্ক কিন্তু খুব ভালো ছেলে। এখনকার দিনে এমন ছেলে পাওয়া কঠিন।

মামা হেসে বললেন,

—ভালো তো বটেই।

সৌরভ চুপচাপ বসে ছিল।

তার মুখে কোনো কথা নেই।

কিন্তু মেঘলা লক্ষ্য করল—তার চোখ দুটো আগের মতো উজ্জ্বল নেই।

অধ্যায় ১৯ — হারিয়ে যাওয়া গাড়ির গল্প

চা খেতে খেতে শিরিন পিসি আবার সেই চুরি হওয়া গাড়ির প্রসঙ্গ তুললেন।

অর্ক বলল,

—দেড় সপ্তাহ হয়ে গেছে। এখন আর গাড়িটা আস্ত থাকবে না।

সৌরভ বলল,

—মানে?

—গাড়িটা নিশ্চয়ই নদিয়ার দিক দিয়ে বের করে নিয়ে গেছে। তারপর খুলে খুলে যন্ত্রাংশ আলাদা করে বিক্রি করবে।

মেঘলা অবাক হয়ে বলল,

—আপনি এত কিছু জানলেন কীভাবে?

সৌরভ হেসে বলল,

—একজন মানুষ নিখোঁজ হলে যেমন পরিবার শেষবারের মতো মুখটা দেখতে চায়, গাড়ির মালিকও তেমন একটা আশা নিয়ে বাঁচে।

ঘরটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ হয়ে গেল।

মেঘলা বুঝতে পারল, সৌরভ শুধু গাড়ির কথা বলছে না।

সে হয়তো অন্য কিছুর কথাও বলছে।

অধ্যায় ২০ — ঘটকালি

ফেরার সময় মামা গাড়িতে বসে হঠাৎ বললেন,

—একটা কথা বলি?

মামি বললেন,

—বল।

—আমার মনে হয় অর্ক আর মেঘলাকে বেশ মানাবে।

সৌরভ জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল।

গঙ্গার ধারে রাতের বাতাস বইছে।

মেঘলা সঙ্গে সঙ্গে বলল,

—মামা!

—কী হলো?

—এভাবে এসব বলবেন না।

মামা হাসলেন।

—আমি তো শুধু বললাম।

সৌরভের মনে হলো, কেউ যেন তার বুকের ভেতরটা চেপে ধরেছে।

অধ্যায় ২১ — একাকী রাত

রাতে বাড়ি ফিরে সৌরভ সোজা ছাদে উঠে গেল।

আকাশে অসংখ্য তারা।

সে নিজেকেই বলল,

—বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাস না।

তার মাথায় বারবার ভেসে উঠছে—

অর্কের হাসি।

মেঘলার নীরবতা।

মামার ঘটকালি।

ঠিক তখন ফোনটা কেঁপে উঠল।

মেঘলা কলিং।

—হ্যালো।

—ঘুমিয়েছেন?

—না।

—রাগ করেছেন?

—কেন করব?

—আজ আপনি খুব চুপ ছিলেন।

সৌরভ হেসে বলল,

—সবসময় কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

মেঘলা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল,

—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আপনি না থাকলে আজকে দাওয়াতটা একদম ভালো লাগত না।

সৌরভ কিছু বলল না।

শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওপাশ থেকেও আর কোনো শব্দ এল না।

দুজনেই নীরবে ফোন কানে ধরে রইল।

মাঝে শুধু রাতের বাতাস।

আর দূরে কোথাও ট্রেনের হুইসেল।

মনে হলো—

কিছু কিছু সম্প

র্ক শব্দে নয়, নীরবতাতেই জন্ম নেয়।

****চলবে...****

****লেখক: সফিক শেখ****

অধ্যায় ২২ — দূরত্ব

দাওয়াতের সেই রাতের পর থেকে সৌরভ যেন ইচ্ছে করেই মামার বাড়িতে যাওয়া কমিয়ে দিল।

আগে প্রায় প্রতিদিন অফিস শেষে বহরমপুরের ওই বাড়িতে ঢুঁ মারত। কখনও মামার সঙ্গে আড্ডা, কখনও মামিকে নতুন ফেসবুকের কায়দা শেখানো, কখনও আবার মেঘলার সঙ্গে ঝগড়া।

এখন আর যায় না।

অফিস থেকে ফিরে সোজা নিজের বাড়ি।

মৌসুমি একদিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,

—কী রে, ইদানীং মামার বাড়ি যাচ্ছিস না কেন?

সৌরভ খবরের কাগজে চোখ রেখে বলল,

—অফিসের কাজ বেড়েছে।

—অফিসের কাজ, নাকি অন্য কিছু?

—অন্য কিছু না।

মৌসুমি আর কিছু বলল না। কিন্তু ভাইয়ের চোখের ক্লান্তিটা তার চোখ এড়াল না।

অধ্যায় ২৩ — অপেক্ষা

মেঘলা প্রথম দিন ভেবেছিল, সৌরভ হয়তো ব্যস্ত।

দ্বিতীয় দিনেও নিজেকে বুঝিয়েছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে অকারণেই গেটের দিকে তাকিয়ে ছিল।

মামি সেটা লক্ষ্য করলেন।

—কাকে খুঁজছিস?

—কাউকে না।

—মিথ্যে বলিস না।

মেঘলা হেসে বলল,

—এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।

মামি মুচকি হেসে ঘরে চলে গেলেন।

রাতে মেঘলা ফোন হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল।

কল করবে?

করবে না?

শেষ পর্যন্ত কল করল না।

অধ্যায় ২৪ — ভেলপুরির দোকান

শনিবার।

সৌরভ যথারীতি বহরমপুরের কৃষি মার্কেটে মাছ কিনতে গেল।

সব কাজ শেষ করে সে অজান্তেই সেই পুরোনো ভেলপুরির দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

দোকানদার কাকু হেসে বললেন,

—আজ একা?

সৌরভ চমকে উঠল।

—হ্যাঁ।

—সেদিন যে মেয়েটা এসেছিল, আজ আসেনি?

সৌরভ মৃদু হাসল।

—আজ ব্যস্ত।

দোকানদার ভেলপুরি বানাতে বানাতে বললেন,

—যারা একসঙ্গে প্রথম ভেলপুরি খায়, তারা আবার একদিন ফিরে আসে।

সৌরভ কিছু বলল না।

কাগজের ঠোঙা হাতে নিয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক তখনই—

—একাই খাচ্ছেন?

সৌরভ ঘুরে দেখল।

মেঘলা।

সে অবাক।

—আপনি?

—হ্যাঁ।

—এখানে কীভাবে?

—মামিকে বলেছি বাজারে যাচ্ছি।

সৌরভ হেসে ফেলল।

—বাজার করতে এসে ভেলপুরি?

—আপনি তো মাছ কিনতে এসে ভেলপুরি খাচ্ছেন।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

অধ্যায় ২৫ — অভিমান

ভেলপুরি খেতে খেতে মেঘলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

—একটা প্রশ্ন করব?

—করুন।

—আপনি ইচ্ছে করে আসছেন না, তাই না?

সৌরভ উত্তর দিল না।

—বলুন।

—হ্যাঁ।

—কেন?

—এমনিই।

—এই "এমনিই" উত্তর আমি মানি না।

সৌরভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—সব জায়গায় বেশি বেশি যাওয়া ভালো না।

—কার জন্য?

—সবাইকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না।

মেঘলা শান্ত গলায় বলল,

—আপনি কি ভাবছেন, অর্কের জন্য?

সৌরভ চুপ।

মেঘলা আবার বলল,

—আমার একটা কথা শুনবেন?

—হ্যাঁ।

—সবাই যা ভাবে, সেটা সবসময় সত্যি হয় না।

সৌরভ তার দিকে তাকিয়ে রইল।

অধ্যায় ২৬ — কবিতার খাতা

সেদিন ফেরার সময় মেঘলা বলল,

—একটু দাঁড়ান।

ব্যাগ থেকে একটা ছোট নীল খাতা বের করল।

—এটা আপনার জন্য।

—এটা কী?

—খুলে দেখুন।

সৌরভ প্রথম পাতায় খুলতেই দেখল—

"ইলিশের লেজ ভর্তা"

নিচে ছোট করে লেখা—

"যে মানুষ ইলিশ নিয়ে কবিতা খুঁজে বেড়ায়, তার নিজেরও কবিতা লেখা উচিত।"

সৌরভ অবাক হয়ে বলল,

—আপনি এটা লিখেছেন?

—হ্যাঁ।

—আমি তো লিখতে পারি না।

—মিথ্যে।

—কেন?

—যে আকাশ দেখিয়ে মানুষকে নীরব করে দিতে পারে, সে কবিতাও লিখতে পারে।

সৌরভ খাতাটা বুকের কাছে টেনে নিল।

—চেষ্টা করব।

—না।

—কেন?

—প্রতিশ্রুতি দিন।

সৌরভ হাসল।

—ঠিক আছে। প্রতিশ্রুতি দিলাম।

অধ্যায় ২৭ — প্রথম কবিতা

সেই রাতেই সৌরভ ছাদে উঠল।

হালকা বাতাস বইছে।

দূরে গঙ্গার ওপর চাঁদের আলো পড়েছে।

সে নীল খাতাটা খুলল।

কলম ধরল।

অনেকক্ষণ কিছুই লিখতে পারল না।

তারপর ধীরে ধীরে শব্দগুলো নিজে থেকেই এসে বসতে লাগল—

"তুমি বলেছিলে ইলিশের লেজে লুকিয়ে থাকে নদীর শেষ গল্প।

আমি দেখেছি—

তোমার হাসির ভেতরেও একটা গঙ্গা বয়ে যায়।

যে নদী একবার ছুঁয়ে গেলে

ফিরে আসা যায় না।"

লিখে সে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল।

ঠিক তখন ফোনটা কেঁপে উঠল।

মেঘলা মেসেজ পাঠিয়েছে।

"কবিতা লেখা শুরু হয়েছে?"

সৌরভ মুচকি হেসে উত্তর দিল—

"হয়তো।"

ওপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই এল—

"হয়তো না। আমি জানি, শুরু হয়ে গেছে।"

সৌরভ আকাশের দিকে তাকাল।

ধ্রুবতারা আগের মতোই স্থির।

কিন্তু তার নিজের পৃথিবীটা যেন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে।

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ২৮ — হঠাৎ প্রস্তাব

সোমবার বিকেলে বাড়িতে অদ্ভুত একটা ব্যস্ততা।

মামি নতুন শাড়ি বের করছেন, রান্নাঘরে একসঙ্গে তিনটে হাঁড়ি চড়েছে, আর মামা বারবার ঘড়ি দেখছেন।

মেঘলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,

—আজ কী হয়েছে?

মামি একটু ইতস্তত করে বললেন,

—কিছু অতিথি আসবে।

—কে?

—শিরিন পিসিরা।

মেঘলার বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল।

—অর্কও আসবে?

—হ্যাঁ, মনে হয় আসবে।

কথাটা শুনে তার মনে অকারণ অস্বস্তি জন্মাল।

সন্ধ্যা নামতেই অতিথিরা এল।

চা-নাস্তার ফাঁকে শিরিন পিসি হেসে বললেন,

—একটা কথা ছিল।

মামা বললেন,

—বলুন।

—অর্ক আর মেঘলাকে নিয়ে যদি ভাবেন...

ঘরটা মুহূর্তেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

মেঘলা মাথা নিচু করে বসে রইল।

মামি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, মেয়েটা খুশি নয়।

অধ্যায় ২৯ — নীরব প্রতিবাদ

অতিথিরা চলে যাওয়ার পর রাতের খাওয়ার টেবিলে কেউ তেমন কথা বলল না।

খাওয়া শেষে মামা বললেন,

—মেঘলা, তোর কী মত?

মেঘলা ধীরে ধীরে বলল,

—আমি এখন বিয়ের কথা ভাবছি না।

—কেন?

—আমার পড়াশোনা শেষ হয়নি।

শিরিন পিসির কথাগুলো তখনও তার কানে বাজছে।

মামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—আচ্ছা, এখন থাক।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, বিষয়টা এখানেই শেষ হচ্ছে না।

অধ্যায় ৩০ — কবিতার উত্তর

পরদিন সন্ধ্যায় সৌরভের ফোনে একটা ছবি এল।

ছবিতে তার দেওয়া নীল খাতা।

তার প্রথম কবিতার নিচে লাল কালিতে লেখা—

> *"নদী একা বয়ে যায় না।*
>
> *দুই তীরও তার সঙ্গে হাঁটে।"*

সৌরভ মেসেজ করল—

—এটা কে লিখেছে?

উত্তর এল—

—অনুমান করুন।

—আপনি।

—ঠিক ধরেছেন।

সৌরভ লিখল—

—তাহলে আপনিও কবিতা লেখেন।

—না।

—তাহলে?

—আপনার কবিতার উত্তর লিখেছি শুধু।

সৌরভের মুখে অজান্তেই হাসি ফুটে উঠল।

অধ্যায় ৩১ — বৃষ্টিভেজা দেখা

কলেজ ছুটির সময় আচমকা প্রবল বৃষ্টি নামল।

মেঘলা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ছাতা নেই।

ঠিক তখন একটা নীল ছাতা তার সামনে এসে থামল।

—চলুন।

সৌরভ।

মেঘলা হেসে বলল,

—আপনি আবার এখানে?

—অফিস থেকে ফিরছিলাম।

—মিথ্যে।

—কেন?

—আমার ক্লাস কখন শেষ হয়, সেটা আপনি জানতেন।

সৌরভ ধরা পড়ে গেল।

দুজন একই ছাতার নিচে হাঁটতে লাগল।

রাস্তার ধারে কদম ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

মেঘলা বলল,

—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আপনি ইচ্ছে করেই এসেছেন।

—হ্যাঁ।

—কেন?

—বৃষ্টি একা ভিজতে ভালো লাগে না।

মেঘলা মুচকি হেসে বলল,

—আমারও না।

অধ্যায় ৩২ — মামার নতুন শখ

বাড়ি ফিরে দেখা গেল, মামা নতুন বিপদে পড়েছেন।

—সৌরভ!

—কী হয়েছে?

—আমার ফেসবুকে একজন লিখেছে, “বন্ধুত্ব করবেন?”

সৌরভ হেসে কুটিকুটি।

—তারপর?

—আমি ভুল করে “হ্যাঁ” চাপছি।

মামি পাশ থেকে বললেন,

—আমি বলেছিলাম না, এত ফুটানি মারিস না!

মামা গম্ভীর মুখে বললেন,

—আমি তো শুধু প্রোফাইল ছবি দিছিলাম।

মেঘলা হাসতে হাসতে বলল,

—মামা, এবার ইনবক্স শেখার পালা।

মামা আঁতকে উঠলেন।

—না না! এত বড় টেকনোলজি আমার দ্বারা হবে না।

ঘর আবার হাসিতে ভরে গেল।

অধ্যায় ৩৩ — অর্কের উপলব্ধি

কয়েকদিন পরে অর্ক আবার বাড়িতে এল।

আজ সে অস্বাভাবিক শান্ত।

মেঘলাকে একান্তে ডেকে বলল,

—একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—করুন।

—তুমি কি কাউকে পছন্দ করো?

মেঘলা চমকে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল,

—কেন জিজ্ঞেস করছেন?

অর্ক মৃদু হেসে বলল,

—কারণ মানুষের চোখ অনেক কথা বলে।

—আপনি কী দেখলেন?

—তোমার চোখে আমি নেই।

মেঘলা কিছু বলল না।

অর্ক ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

—তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।

সেদিন প্রথমবার অর্ক নিজেই পিছিয়ে গেল।

অধ্যায় ৩৪ — সর্বস্বের মানে

সন্ধ্যায় সৌরভ আর মেঘলা গঙ্গার ঘাটে বসে আছে।

সূর্য ডুবছে।

মেঘলা বলল,

—আপনি জানেন?

—কি?

—সেদিন ৩৩৪ টাকার বাজির কথা আমি ভুলিনি।

—আমিও না।

—তখন বলেছিলেন, ওটাই আপনার সর্বস্ব।

সৌরভ হেসে বলল,

—এখন আর না।

—তাহলে এখন সর্বস্ব কী?

সৌরভ ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না।

তারপর আস্তে করে বলল—

—এখন যদি আবার বাজি ধরি...

—হ্যাঁ?

—তাহলে টাকার বদলে হৃদয় রাখব।

মেঘলার চোখ ভিজে উঠল।

সে খুব আস্তে বলল—

—হারলে?

সৌরভ উত্তর দিল—

—তাহলে জিতব।

—কীভা

বে?

—কারণ যার কাছে হারতে চাই, সে তো আমার সামনেই বসে আছে।

মেঘলা প্রথমবার কোনো উত্তর দিল না।

শুধু নিজের ডান হাতটা এগিয়ে দিল।

সৌরভ নীরবে হাতটা ধরে রাখল।

দূরে গঙ্গার ঢেউ ভাঙছে।

মনে হলো—

এই গল্পের আসল বাজি ৩৩৪ টাকার ছিল না।

ছিল দুটো মানুষের হৃদয়ের।

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৩৫ — অজানা ঠিকানা

পরদিন সকাল থেকেই মেঘলা কেমন যেন অস্থির।

শুদ্ধর মুখটা বারবার মনে পড়ছে।

ছোট্ট ছেলেটা সেদিন বিদায় নেওয়ার সময় বলেছিল—

> "আবার আসবে তো?"

মেঘলা হাসিমুখে "হ্যাঁ" বলেছিল।

কিন্তু একটা সমস্যাই হলো—

ওদের নতুন বাড়ির ঠিকানা সে জানে না।

রান্নাঘরে চা বানাতে বানাতে সে মামিকে জিজ্ঞেস করল—

—মামি, শিরিন পিসিদের নতুন বাড়িটা কোথায়?

মামি একটু ভেবে বললেন—

—আগে তো লালমাটিয়ায় থাকত। এখন কোথায় যেন… ঠিকানাটা আমারও জানা নেই।

—ও।

—কেন?

—শুদ্ধর জন্য কিছু চকলেট নিয়ে যেতে চাইছিলাম।

মামি মুচকি হেসে বললেন—

—শুধু শুদ্ধর জন্য?

মেঘলা লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে তাকাল।

অধ্যায় ৩৬ — শনিবারের ফোন

শনিবার মানেই সৌরভের মাছ কেনার দিন।

বহরমপুর কৃষি মার্কেটে দাঁড়িয়ে ইলিশ দেখছে, এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

স্ক্রিনে লেখা—

মামা কলিং।

—হ্যালো, মামা।

—কোথায়?

—বাজারে।

—তোর জন্য একটা কাজ আছে।

—বল।

—একটা টেলিস্কোপ লাগবে।

সৌরভ হেসে ফেলল।

—আবার?

—এইবার সত্যি দরকার।

—কেন?

মামা গম্ভীর গলায় বললেন—

—পেপারে লিখছে মহাকাশ থেকে একটা রকেটের ধ্বংসাবশেষ নাকি পৃথিবীর দিকে নামছে।

—তাই বলে টেলিস্কোপ?

—চোখের সামনে যদি পড়ে, সেই দৃশ্য মিস করা যাবে?

সৌরভ হেসে বলল—

—ঠিক আছে। খোঁজ নিচ্ছি।

ফোন কেটে যেতেই পাশ থেকে মেঘলার গলা—

—মামা আবার শুরু করেছে?

—হ্যাঁ।

—টেলিস্কোপ না কিনলে উনি শান্ত হবেন না।

দুজনেই হেসে উঠল।

অধ্যায় ৩৭ — ছাদের প্রস্তুতি

সন্ধ্যায় মামার বাড়ির ছাদে বিশাল আয়োজন।

মামা ঘোষণা দিলেন—

—আজকের রাত হবে “তারাদেখা উৎসব”!

মামি বললেন—

—তোমার উৎসবের শেষ নেই।

—এটা কিন্তু বিজ্ঞান।

সৌরভ টেলিস্কোপ সেট করতে করতে বলল—

—সবাই যদি শুয়ে শুয়ে দেখে, তাহলে আরাম হবে।

মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—

—খাটিয়ার ব্যবস্থা করি?

মেঘলা হেসে বলল—

—চানাচুরও লাগবে।

—হবে!

—চিপস?

—হবে!

—খিচুড়ি?

মামা বুক ফুলিয়ে বললেন—

—খিচুড়ি না হলে তারাদেখা অসম্পূর্ণ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাদটা যেন ছোটখাটো উৎসবে পরিণত হলো।

অধ্যায় ৩৮ — আকাশের পাঠ

রাত একটু গভীর হতেই সৌরভ টেলিস্কোপে চোখ রাখল।

—মেঘলা, আগে তুমি দেখো।

মেঘলা চোখ রাখতেই অবাক হয়ে বলল—

—ওই যে! কী সুন্দর!

সৌরভ আকাশের দিকে ইশারা করল।

—ওটা বৃহস্পতি।

—আর ওটা?

—শনি।

—আর এই তিনটে একসঙ্গে?

—একটা সুন্দর ত্রিভুজ বানিয়েছে। আকাশ মাঝে মাঝে নিজেই ছবি আঁকে।

মেঘলা ধীরে ধীরে বলল—

—আপনি জানেন, আপনার সঙ্গে আকাশ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

সৌরভ হাসল।

—কেন?

—কারণ আপনি শুধু তারা দেখান না।

—তাহলে?

—গল্পও দেখান।

হাওয়া একটু জোরে বইল।

টেলিস্কোপের পাশে দাঁড়িয়ে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

অধ্যায় ৩৯ — কবিতার নতুন লাইন

তারাদেখা শেষ হওয়ার পর সবাই নিচে নেমে গেল।

শুধু সৌরভ আর মেঘলা ছাদে রয়ে গেল।

মেঘলা বলল—

—নতুন কবিতা লিখেছেন?

—একটু।

—শুনব।

সৌরভ খাতাটা খুলে পড়তে শুরু করল—

> “আকাশ ভরা তারার ভিড়ে
> আমি শুধু একটা আলো খুঁজি।
> যে আলো নাম ধরে ডাকে না,
> তবু বাড়ি ফেরার পথ দেখায়।”

কবিতা শেষ হতেই মেঘলা আস্তে করে বলল—

—এই আলোর নামটা কি বলতে পারবেন?

সৌরভ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—

—এখনও না।

মেঘলা মুচকি হেসে উত্তর দিল—

—আমি অপেক্ষা করতে পারি।

অধ্যায় ৪০ — একটি ভুল বোঝাবুঝি

পরদিন দুপুরে মেঘলা কলেজ থেকে ফিরছিল।

গেটের সামনে এসে দেখল—

সৌরভ কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছে।

তার মুখে হাসি।

মেঘলার হঠাৎ অদ্ভুত একটা খারাপ লাগল।

সে কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল।

সৌরভ পরে জানতে পারল—

সে আসলে অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছিল।

কিন্তু ততক্ষণে মেঘলা চুপচাপ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

মামি দরজায় নক করলেন।

—কী হয়েছে?

—কিছু না।

—মিথ্যে

।

—সত্যিই কিছু না।

মামি বুঝলেন—

কিছু একটা হয়েছে।

কিন্তু এখন জোর করে কিছু বের করা যাবে না।

অন্যদিকে সৌরভও বুঝতে পারছিল—

আজকের নীরবতার ভেতরে একটা নতুন গল্প জন্ম নিচ্ছে।

হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝির গল্প।

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৪১ — অভিমান

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে মেঘলা আর সৌরভের মধ্যে যেন অদৃশ্য একটা দেয়াল তৈরি হয়ে গেল।

সৌরভ বারবার ফোনের দিকে তাকাচ্ছিল।

কিন্তু মেঘলার কোনো ফোন নেই।

শেষ পর্যন্ত সে নিজেই ফোন করল।

—হ্যালো।

ওপাশ থেকে মেঘলার ঠান্ডা গলা—

—জি, বলুন।

—রাগ করেছেন?

—না।

—তাহলে কথা বলছেন এমনভাবে কেন?

—কীভাবে বলছি?

—যেন আমি আপনার অপরাধী।

মেঘলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—

—আপনি তো ব্যস্ত মানুষ। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় কোথায়?

—কে বলেছে?

—দেখেছি।

—কী দেখেছেন?

—আপনি কারও সঙ্গে খুব সুন্দর করে কথা বলছিলেন।

সৌরভ বুঝতে পারল।

—ওটা অফিসের ব্যাপার ছিল।

—আমি তো কিছু বলিনি।

—আপনি কিছু না বলেই অনেক কিছু বলে ফেলেছেন।

মেঘলা চুপ।

সৌরভ বলল—

—আপনি চাইলে কাল দেখা করতে পারি।

—কেন?

—আপনার এই অভিমানটা চোখে দেখে বুঝতে চাই।

মেঘলার ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটল।

—দেখা যাবে।

অধ্যায় ৪২ — গঙ্গার ঘাটে

পরদিন বিকেলে মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ঘাটে সৌরভ অপেক্ষা করছিল।

কিছুক্ষণ পর মেঘলা এল।

সৌরভ বলল—

—বসবেন?

—হুম।

দুজন পাশাপাশি বসল।

কিছুক্ষণ শুধু নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

সৌরভ বলল—

—আমি একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই।

—বলুন।

—আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আমার জীবনে অনেক কিছু বদলে গেছে।

মেঘলা চুপ করে শুনছিল।

—আগে আমি ভাবতাম, মানুষ একা থাকলেও ভালো থাকতে পারে। এখন বুঝি, কিছু মানুষ জীবনে এসে একাকিত্বের সংজ্ঞাটাই বদলে দেয়।

মেঘলা ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল।

—আপনি কি আমাকে নিয়ে বলছেন?

সৌরভ হেসে বলল—

—আপনি কি অন্য কারও কথা ভাবছেন?

মেঘলা চোখ নামিয়ে নিল।

—না।

অধ্যায় ৪৩ — সত্যি কথা

মেঘলা হঠাৎ বলল—

—আমি অর্ককে বিয়ে করতে চাই না।

সৌরভের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

—কেন?

—কারণ তাকে আমি ভালোবাসি না।

—তাহলে কাকে...

কথাটা শেষ করতে পারল না সৌরভ।

মেঘলা নদীর দিকে তাকিয়ে বলল—

—সব কথা কি মুখে বলতে হয়?

সৌরভ আস্তে বলল—

—কিছু কথা না বললে মানুষ বুঝতে পারে না।

মেঘলা এবার তার দিকে তাকাল।

—আপনি বুঝতে পারছেন না?

সৌরভের চোখে তখন বিস্ময়।

মেঘলা মৃদু হেসে বলল—

—তাহলে আপনি সত্যিই খুব বোকা।

দুজনেই হেসে ফেলল।

অধ্যায় ৪৪ — পরিবারের সামনে

সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে মেঘলা মামার সামনে দাঁড়াল।

—মামা, একটা কথা বলব?

—বল।

—আমার বিয়ের ব্যাপারে এখন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

মামা অবাক।

—কেন?

—কারণ আমি নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে চাই।

মামা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

—কাউকে পছন্দ করিস?

মেঘলা উত্তর দিল না।

মামা আবার বললেন—

—যদি থাকে, আমাদের বলতে পারিস।

মেঘলা ধীরে ধীরে বলল—

—আছে।

মামির মুখে হাসি ফুটে উঠল।

—কে?

মেঘলা লজ্জায় মাথা নিচু করে বলল—

—সৌরভ।

ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

অধ্যায় ৪৫ — সৌরভের দুশ্চিন্তা

অন্যদিকে সৌরভ কিছুই জানে না।

সে নিজের ঘরে বসে নীল খাতাটা খুলে কবিতা লিখছিল।

হঠাৎ মৌসুমি এসে বলল—

—ভাই, একটা কথা বলব?

—হুম।

—তুই মেঘলাকে ভালোবাসিস?

সৌরভ কলম থামিয়ে দিল।

—এটা হঠাৎ কেন?

—তোর চোখে লেখা আছে।

সৌরভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—হ্যাঁ।

—তাহলে বলিস না কেন?

—ভয় হয়।

—কিসের?

—হারানোর।

মৌসুমি মৃদু হেসে বলল—

—যাকে সত্যি ভালোবাসিস, তাকে হারানোর ভয়েই যদি চুপ থাকিস, তাহলে একদিন সত্যিই হারাবি।

সৌরভ কোনো উত্তর দিল না।

অধ্যায় ৪৬ — চিঠি

সেদিন রাতে মেঘলা সৌরভকে একটি ছোট্ট চিঠি পাঠাল।

চিঠিতে লেখা—

> “আপনি একদিন বলেছিলেন, আমার হাত একবার ধরলে আর ছাড়বেন না।
>
> আমি সেই কথাটা ভুলিনি।
>
> কিন্তু এবার আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

>

> হাত বাড়াবেন তো?”

চিঠিটা পড়ে সৌরভের চোখে পানি চলে এল।

সে সঙ্গে সঙ্গে মেঘলাকে ফোন করল।

—চিঠিটা পেয়েছি।

—হুম।

—আপনি কি সত্যিই চান আমি আপনার হাত ধরি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে এবার আমি আর পিছিয়ে যাব না।

ওপাশে কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর মেঘলা খুব আস্তে বলল—

—আমি অপেক্ষা করব।

অধ্যায় ৪৭ — সর্বস্ব বাজি

পরদিন বিকেলে সৌরভ মেঘলার সামনে দাঁড়াল।

তার হাতে সেই নীল খাতা।

—মনে আছে?

—কী?

—এই খাতাটা।

—হুম।

সৌরভ বলল—

—আপনি বলেছিলেন, একটা হাত ধরলে ছাড়া যাবে না।

—হ্যাঁ।

সৌরভ নিজের হাত বাড়িয়ে দিল।

—তাহলে এবার আমি আমার সর্বস্ব বাজি রাখছি।

মেঘলার চোখ ভিজে উঠল।

সে ধীরে ধীরে সৌরভের হাত ধরল।

—বাজি হারলে?

সৌরভ হাসল।

—আপনাকে পেয়েও যদি হারি, তাহলে সেটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জয়।

মেঘলা মাথা নিচু করে হাসল।

অধ্যায় ৪৮ — নতুন পথ

গঙ্গার ধারে সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

দুজন পাশাপাশি হাঁটছে।

মেঘলা বলল—

—আপনি জানেন, আমাদের গল্পটা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল?

সৌরভ বলল—

—একটা নষ্ট ফ্যান থেকে।

—না।

—তাহলে?

—ফেসবুক থেকে।

—না।

—ইলিশের লেজ ভর্তা থেকে?

সৌরভ হেসে বলল—

—হ্যাঁ। তবে আসলে একটা বাজি থেকে।

মেঘলা বলল—

—সেই বাজিটা কে জিতেছে?

সৌরভ তার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল—

—আমরা দুজনেই।

দূরে আজানের সুর ভেসে এল।

আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলল।

মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—

—ওই যে ধ্রুবতারা।

সৌরভ বলল—

—হ্যাঁ।

—ওটা নাকি সবসময় একই জায়গায় থাকে।

—হ্যাঁ।

মেঘলা মৃদু হেসে বলল—

—আমাদের ভালোবাসাটাও যেন তেমনই থাকে।

সৌরভ উত্তর দিল—

—থাকবে।

তারপর দুজন নীরবে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু তারা জানত না—

সামনের পথটা এতটা সহজ হবে না।

কারণ মেঘলার পরিবারে এবার আসতে চলেছে এমন একজন মানুষ, যে এই সম্পর্ক কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৪৯ — নতুন ঝড়

মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ঘাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে সৌরভের মনে হচ্ছিল, আজকের দিনটা তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন।

মেঘলার হাতটা এখনও তার হাতের মুঠোয়।

কিন্তু বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছাতেই সৌরভ থেমে গেল।

গেটের সামনে একটি অপরিচিত কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

মেঘলা অবাক হয়ে বলল,

—এই গাড়িটা কার?

সৌরভ মাথা নাড়ল।

—জানি না।

দুজন ভেতরে ঢুকতেই ড্রয়িংরুম থেকে মামার গম্ভীর গলা ভেসে এল—

—মেঘলা, তুমি কোথায় ছিলে?

মেঘলা থমকে গেল।

—গঙ্গার ধারে গিয়েছিলাম।

মামা কিছু বললেন না।

তার পাশে বসে থাকা একজন মধ্যবয়স্ক লোক সৌরভের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লোকটি ধীরে ধীরে বললেন—

—এই ছেলেটাই সৌরভ?

মামা মাথা নাড়লেন।

—হ্যাঁ।

লোকটির চোখে কেমন যেন কঠিন দৃষ্টি।

—তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

সৌরভ শান্তভাবে বলল—

—জি, বলুন।

লোকটি উঠে দাঁড়ালেন।

—আমার নাম **অমিতাভ সেন**। মেঘলার বাবার পুরোনো বন্ধু।

মেঘলা অবাক হয়ে তাকাল।

—আপনি এখানে কেন?

অমিতাভ মেঘলার দিকে তাকিয়ে বললেন—

—তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

মেঘলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—কী কথা?

অমিতাভ ধীরে ধীরে বললেন—

—তোমার বিয়ের ব্যাপারে।

সৌরভের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

অধ্যায় ৫০ — বাবার সিদ্ধান্ত

রাতের খাবারের টেবিলে কেউ তেমন কথা বলল না।

শেষে মেঘলা নিজের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর তার ফোনে বাবার কল এল।

—হ্যালো, বাবা?

ওপাশ থেকে গম্ভীর কণ্ঠ—

—মেঘলা, তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

—বলুন।

—অমিতাভদার ছেলে **ঋত্বিক**কে তো চিনিস?

—হ্যাঁ, ছোটবেলায় দেখেছি।

—ও এখন কলকাতায় ভালো চাকরি করে।

মেঘলা চুপ করে রইল।

—আমি চাই, তোদের বিয়ের ব্যাপারে আমরা কথা বলি।

মেঘলার চোখে পানি চলে এল।

—বাবা, আমি কাউকে বিয়ে করতে চাই না।

—কাউকে না?

মেঘলা চোখ বন্ধ করল।

তারপর খুব আস্তে বলল—

—আমি একজনকে ভালোবাসি।

ওপাশে দীর্ঘ নীরবতা।

তারপর বাবার কণ্ঠ আরও কঠিন হয়ে উঠল—

—কে?

মেঘলা উত্তর দিল—

—সৌরভ।

ফোনের ওপাশে নিস্তব্ধতা।

তারপর কল কেটে গেল।

অধ্যায় ৫১ — সৌরভের সামনে সত্য

মেঘলা ছুটে সৌরভের কাছে গেল।

—সৌরভ...

—কী হয়েছে?

—বাবা সব জেনে গেছে।

সৌরভ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

—তাহলে?

—আমাদের বিয়ে তিনি মানবেন না।

—কেন?

—তিনি মনে করেন, তুমি আমার যোগ্য নও।

সৌরভ মৃদু হেসে বলল—

—হয়তো উনি ঠিকই বলেছেন।

মেঘলা অবাক।

—তুমি এসব বলছ কেন?

—কারণ আমি তোমাকে এমন একটা জীবন দিতে চাই, যেখানে তোমাকে কোনোদিন কারও সামনে মাথা নিচু করতে হবে না।

মেঘলার চোখ ভিজে গেল।

—আমার সুখ তোমার টাকার ওপর নির্ভর করে না।

সৌরভ তার দিকে তাকাল।

—তাহলে কিসের ওপর?

মেঘলা তার হাত ধরে বলল—

—এই হাতটার ওপর।

অধ্যায় ৫২ — মায়াবী চোখ

সৌরভ মেঘলার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল—

—তোমার চোখ দুটো খুব অদ্ভুত।

মেঘলা হেসে বলল—

—কেন?

—এগুলোতে তাকালে আমি সবকিছু ভুলে যাই।

—তাহলে তাকাবেন না।

—পারব না।

মেঘলা মুচকি হেসে বলল—

—কেন?

সৌরভ আস্তে বলল—

—কারণ তুমি শুধু আমার ভালোবাসা নও।

—তাহলে?

—তুমি আমার মায়াবী চোখের মেয়ে।

মেঘলা লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলল।

দুজনের মাঝখানে কোনো কথা রইল না।

শুধু নীরবতা।

অধ্যায় ৫৩ — শেষ নয়

পরদিন সকালে সৌরভের বাড়িতে অমিতাভ সেন এলেন।

তিনি সরাসরি বললেন—

—তুমি মেঘলাকে ভালোবাসো?

—জি।

—বিয়ে করতে চাও?

—জি।

—তাহলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করো।

সৌরভ শান্তভাবে বলল—

—কীভাবে?

—তোমার নিজের বাড়ি নেই, বড় চাকরি নেই, তেমন সম্পত্তি নেই। তুমি কীভাবে আমার বন্ধুর মেয়েকে সুখে রাখবে?

সৌরভ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বলল—

—আমি হয়তো আজ ধনী নই। কিন্তু আমি পরিশ্রম করতে জানি। আর মেঘলাকে ভালোবাসি।

অমিতাভ বললেন—

—ভালোবাসা দিয়ে সংসার চলে না।

সৌরভ উত্তর দিল—

—ঠিক বলেছেন। তাই ভালোবাসার সঙ্গে আমি দায়িত্বও নেব।

অমিতাভ কিছু বললেন না।

শুধু বেরিয়ে যাওয়ার আগে বললেন—

—দেখা যাক, তুমি কতদূর যেতে পারো।

সৌরভ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার মনে হলো—

এই লড়াই এখন আর শুধু ভালোবাসার নয়।

এবার তাকে প্রমাণ করতে হবে, সে মেঘলার হাত ধরে সারাজীবন হাঁটার যোগ্য।

আর মেঘলা জানালার আড়াল থেকে সবকিছু দেখছিল।

তার মায়াবী চোখে তখন একসঙ্গে ভালোবাসা, ভয় আর অদ্ভুত এক বিশ্বাস।

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৫৪ — প্রমাণ

অমিতাভ সেন চলে যাওয়ার পরও সৌরভ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঘলা ধীরে ধীরে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

—তুমি ভয় পেয়ে গেছ?

সৌরভ মৃদু হেসে বলল—

—ভয় পেয়েছি।

মেঘলা অবাক হয়ে তাকাল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। তোমাকে হারানোর ভয়।

মেঘলা তার হাতটা ধরে বলল—

—আমাকে হারানো এত সহজ নয়।

সৌরভ তাকাল তার মায়াবী চোখের দিকে।

—তুমি আমার ওপর এতটা বিশ্বাস করো?

—নিজের থেকেও বেশি।

সৌরভ কিছু বলল না।

সেদিন রাতেই সে একটা সিদ্ধান্ত নিল।

সে মেঘলার বাবার সামনে নিজেকে প্রমাণ করবে।

অধ্যায় ৫৫ — নতুন চাকরি

পরদিন সকাল।

সৌরভ নিজের পুরোনো ফাইল খুলে বসে গেল।

তার যোগ্যতা খারাপ নয়। কিন্তু এতদিন নিজের জীবন নিয়ে খুব বেশি ভাবেনি।

মেঘলার সঙ্গে পরিচয়ের পর সবকিছু বদলে গেছে।

সে কলকাতার কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন করল।

দুপুরে একটা ফোন এল।

—আপনি কি সৌরভ বলছেন?

—জি।

—আপনার আবেদনটি আমরা দেখেছি। আগামী সোমবার ইন্টারভিউয়ের জন্য আসতে পারবেন?

সৌরভের চোখে আশার আলো ফুটল।

—অবশ্যই পারব।

ফোন কেটে সে সঙ্গে সঙ্গে মেঘলাকে ফোন করল।

—হ্যালো?

—কী হয়েছে?

—আমার ইন্টারভিউ।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

মেঘলার কণ্ঠে আনন্দ—

—আমি জানতাম তুমি পারবে।

সৌরভ হাসল।

—এখনও তো চাকরি পাইনি।

—তাতে কী? তুমি চেষ্টা শুরু করেছ। আমার কাছে সেটাই বড় কথা।

অধ্যায় ৫৬ — বাবার শর্ত

এদিকে মেঘলার বাবা তাকে নিজের ঘরে ডাকলেন।

—বস।

মেঘলা চুপ করে বসল।

—সৌরভের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা আমি জানি।

মেঘলা মাথা নিচু করল।

—জি।

—আমি তোমাকে জোর করব না।

মেঘলা অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। তবে একটা শর্ত আছে।

—কী শর্ত?

—ছয় মাস সময় দিচ্ছি।

—তারপর?

—এই ছয় মাসে সৌরভকে প্রমাণ করতে হবে, সে তোমার দায়িত্ব নিতে পারবে।

মেঘলার চোখে পানি চলে এল।

—আর যদি পারে?

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—

—তাহলে আমি আর বাধা দেব না।

মেঘলা বাবার হাত ধরে বলল—

—ধন্যবাদ বাবা।

অধ্যায় ৫৭ — মায়াবী চোখে স্বপ্ন

সন্ধ্যায় মেঘলা সৌরভকে খবরটা দিল।

—তোমার জন্য ছয় মাস সময় পাওয়া গেছে।

সৌরভ অবাক।

—আমার জন্য?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর বাবা আমাদের বিয়েতে রাজি হবেন।

সৌরভ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বলল—

—ছয় মাস অনেক বড় সময়।

মেঘলা হেসে বলল—

—ভয় পাচ্ছ?

—না।

—তাহলে?

—এই ছয় মাসে আমি তোমাকে আরও বেশি ভালোবেসে ফেলব।

মেঘলা হেসে বলল—

—সেটা তো ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

সৌরভ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—

—তোমার চোখ দুটো দেখলেই আমার মনে হয়, পৃথিবীতে সত্যিই মায়া বলে কিছু আছে।

মেঘলা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

অধ্যায় ৫৮ – ইন্টারভিউ

সোমবার সকাল।

সৌরভ পরিষ্কার শার্ট পরে কলকাতার অফিসে পৌঁছাল।

ইন্টারভিউ বোর্ডে তিনজন বসে ছিলেন।

প্রথম প্রশ্ন—

—আপনি এই চাকরিটা কেন চান?

সৌরভ বলল—

—নিজের জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—

—আর কোনো কারণ?

সৌরভ একটু থেমে বলল—

—হ্যাঁ। একজন মানুষের জন্য আমি নিজের জীবনটা গুছিয়ে নিতে চাই।

বোর্ডের একজন হাসলেন।

—সে কি আপনার স্ত্রী?

সৌরভ মাথা নাড়ল।

—না। তবে আমি চাই একদিন সে আমার স্ত্রী হোক।

ইন্টারভিউ শেষে সৌরভ বাইরে বেরিয়ে এল।

তার মনে হলো—

আজ সে শুধু চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দেয়নি।

সে নিজের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করেছে।

অধ্যায় ৫৯ — অপেক্ষা

তিন দিন কেটে গেল।

ফোন এল না।

মেঘলা প্রতিদিন জিজ্ঞেস করে—

—কোনো খবর?

—না।

—হবে।

—যদি না হয়?

—তাহলে আবার চেষ্টা করবে।

—তুমি এত সহজে বলো কীভাবে?

মেঘলা হাসল।

—কারণ আমি জানি, তুমি হার মানার মানুষ নও।

সৌরভ বলল—

—তুমি পাশে থাকলে আমি হাজারবার চেষ্টা করতে পারি।

মেঘলা বলল—

—আমি থাকব।

অধ্যায় ৬০ — সুখবর

চতুর্থ দিনের সকালে সৌরভের ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো?

—অভিনন্দন। আপনাকে আমরা নির্বাচিত করেছি।

সৌরভ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

—হ্যালো? শুনতে পাচ্ছেন?

—জি... জি।

ফোন কেটে সে প্রথমেই মেঘলাকে ফোন করল।

—মেঘলা!

—কী হয়েছে?

—আমি পেরেছি।

—কী?

—চাকরিটা পেয়ে গেছি!

মেঘলা আনন্দে চিৎকার করে উঠল—

—আমি জানতাম!

—তোমার বাবাকে এবার কী বলব?

—কিছু বলবে না।

—কেন?

—আমি নিজেই বলব।

সেদিন সন্ধ্যায় মেঘলা বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল—

—বাবা, সৌরভ চাকরি পেয়েছে।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে

থাকলেন।

তারপর মৃদু হাসলেন।

—ভালো।

মেঘলা অবাক হয়ে বলল—

—শুধু ভালো?

বাবা বললেন—

—ছয় মাস এখনও শেষ হয়নি। পথ এখনও অনেক বাকি।

মেঘলা হাসল।

সে জানত—

প্রথম পরীক্ষায় সৌরভ জিতেছে।

কিন্তু সামনে যে পরীক্ষা আসছে, সেটাই তাদের ভালোবাসার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৬১ — নতুন পরিচয়

নতুন চাকরির প্রথম দিন।

সৌরভ সকালেই কলকাতার অফিসে পৌঁছে গেল। নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ—সবকিছুই তার কাছে অপরিচিত।

কাজের মাঝে হঠাৎ একজন মেয়ে এসে বলল—

—আপনি কি সৌরভ?

—জি।

—আমি নীলা। আপনার টিমে কাজ করি।

—ওহ, হ্যালো।

নীলা হাসল।

—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আজ প্রথম দিনেই খুব সিরিয়াস হয়ে গেছেন।

সৌরভও হেসে বলল—

—চাকরিটা নতুন, তাই একটু সাবধানী।

নীলা বলল—

—চিন্তা করবেন না। আমি আছি।

সৌরভ কথাটা সাধারণভাবেই নিল।

কিন্তু সে জানত না, এই নতুন পরিচয়ই খুব শিগগির তার জীবনে একটা বড় ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে চলেছে।

অধ্যায় ৬২ — মেঘলার অপেক্ষা

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

মেঘলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আজ সৌরভের অফিসের প্রথম দিন।

সে ভেবেছিল, সৌরভ হয়তো ফোন করে বলবে—

“আজকের দিনটা কেমন গেল।”

কিন্তু ফোন এল না।

রাত আটটা।

নয়টা।

তারপর দশটা।

অবশেষে ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো?

সৌরভের ক্লান্ত গলা—

—মেঘলা, সরি। আজ খুব ব্যস্ত ছিলাম।

—তাই বলে একটা ফোনও করা যায় না?

—আমি সত্যিই সময় পাইনি।

—ঠিক আছে।

—রাগ করেছ?

—না।

সৌরভ হেসে বলল—

—তুমি যখন "না" বলো, তখনই বুঝি সবচেয়ে বেশি রাগ করেছ।

মেঘলা কিছু না বলে ফোন কেটে দিল।

তারপর নিজের মনেই বলল—

—বুঝেছ তো!

অধ্যায় ৬৩ — নীলার মেসেজ

পরদিন সকালে সৌরভের ফোনে একটা মেসেজ এল।

নীলা:
"গতকাল ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছেছিলেন তো?"

সৌরভ উত্তর দিল—

"হ্যাঁ।"

আর কিছু নয়।

ঠিক তখনই মেঘলা ফোন করল।

—কোথায়?

—অফিসে।

—আজ কেমন লাগছে?

—ভালো।

—কাল তো বলছিলে নতুন জায়গায় কাউকে চেনো না।

—এখন দু-একজনকে চিনি।

—মেয়ে না ছেলে?

সৌরভ হেসে ফেলল।

—একজন মেয়ে আছে।

ওপাশে হঠাৎ নীরবতা।

—ও।

—কী হলো?

—কিছু না।

—তুমি কি ঈর্ষা করছ?

—একদম না।

—তাহলে এত চুপ কেন?

—অফিসে যাও। তোমার কাজ আছে।

ফোন কেটে গেল।

সৌরভ মাথা নেড়ে হাসল।

—এই মেয়েটা না!

অধ্যায় ৬৪ — অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ

সেদিন বিকেলে মেঘলা অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল।

সে সৌরভকে চমকে দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু গেটের কাছে এসে থেমে গেল।

সামনে সৌরভ আর নীলা দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

নীলা কিছু একটা বলে হাসল।

সৌরভও হাসল।

মেঘলার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল।

সে আর সামনে গেল না।

চুপচাপ ফিরে গেল।

সৌরভ কিছুই জানল না।

অধ্যায় ৬৫ — দূরত্ব

পরদিন থেকে মেঘলার আচরণ বদলে গেল।

ফোন করলে ছোট উত্তর।

মেসেজ করলে শুধু—

“হুম।”

“ঠিক আছে।”

“আচ্ছা।”

সৌরভ বুঝতে পারছিল না কী হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সে সরাসরি জিজ্ঞেস করল—

—তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

—না।

—তাহলে?

—কিছু হয়নি।

—মেঘলা, আমার সঙ্গে মিথ্যা বলো না।

মেঘলা চুপ।

সৌরভ বলল—

—তুমি কাল আমার অফিসে এসেছিলে?

মেঘলা অবাক হয়ে গেল।

—কে বলেছে?

—তোমাকে গেটের নিরাপত্তাকর্মী দেখেছে।

মেঘলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

—আমাকে ডাকলে না কেন?

—আপনি তো ব্যস্ত ছিলেন।

—কার সঙ্গে?

মেঘলা এবার সরাসরি বলল—

—নীলার সঙ্গে।

সৌরভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—তুমি কি সত্যিই ভাবছ, ওর সঙ্গে আমার কিছু আছে?

মেঘলার চোখে পানি এসে গেল।

—আমি জানি না।

অধ্যায় ৬৬ — সত্যিটা

সৌরভ মেঘলার সামনে দাঁড়িয়ে বলল—

—নীলা আমার সহকর্মী। এর বেশি কিছু নয়।

—তাহলে এত হাসছিলে কেন?

—মানুষ কি সহকর্মীর সঙ্গে হাসতে পারে না?

মেঘলা চুপ।

সৌরভ তার হাত ধরল।

—আমার জীবনে যদি কাউকে নিয়ে হাসি, কাঁদি, স্বপ্ন দেখি—সে তুমি।

মেঘলা চোখ তুলে তাকাল।

সৌরভ বলল—

—তোমার মায়াবী চোখের সামনে অন্য কারও দিকে তাকানোর সময়ই আমার নেই।

মেঘলার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল।

—আমি তোমাকে হারাতে চাই না।

—তাহলে আমাকে সন্দেহ করো না।

মেঘলা মাথা নাড়ল।

—আর কখনো করব না।

সৌরভ তার চোখের পানি মুছে দিল।

অধ্যায় ৬৭ — নতুন খবর

সেদিন রাতে মেঘলার বাবা সৌরভকে ফোন করলেন।

—কেমন আছ?

—ভালো আছি, স্যার।

—চাকরি কেমন চলছে?

—ভালো।

—আমি তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি।

সৌরভ চুপ করে গেল।

—তোমার কাজের প্রশংসা করেছে সবাই।

—ধন্যবাদ।

—তবে একটা সমস্যা হয়েছে।

সৌরভের বুক ধক করে উঠল।

—কী সমস্যা?

—তোমার কোম্পানিতে কিছু আর্থিক অনিয়ম হয়েছে।

—কী বলছেন?

—আমি জানি তুমি জড়িত নও। কিন্তু তদন্ত হবে।

সৌরভ স্তব্ধ।

মেঘলার বাবা বললেন—

—তুমি যদি সত্যিই নির্দোষ হও, তাহলে প্রমাণ করতে হবে।

ফোন কেটে গেল।

সৌরভ জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল।

মাত্র কয়েকদিন আগেই সে ভেবেছিল সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে।

এখন আবার নতুন ঝড়।

আর এবার শুধু চাকরি নয়—

মেঘলার বাবার বিশ্বাসও ঝুঁকির মুখে।

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৬৮ — অভিযোগ

পরদিন অফিসে ঢুকতেই সৌরভ বুঝতে পারল, পরিবেশটা অন্যরকম।

সবাই নিচু গলায় কথা বলছে।

সে নিজের ডেস্কে বসতেই নীলা এসে দাঁড়াল।

—সৌরভ, তুমি খবরটা শুনেছ?

—হ্যাঁ।

—তোমাকে নিয়ে কেউ কিছু বলছে?

—জানি না।

নীলা একটু ইতস্তত করে বলল—

—ফাইন্যান্স বিভাগের একটা ফাইল নাকি তোমার কম্পিউটার থেকে পাওয়া গেছে।

সৌরভ অবাক।

—অসম্ভব।

—আমি জানি তুমি এমন কিছু করবে না।

সৌরভ কম্পিউটার খুলে দেখল।

সত্যিই একটি সন্দেহজনক ফাইল তার সিস্টেমে রয়েছে।

কিন্তু সে জীবনে ওই ফাইল খোলেনি।

অধ্যায় ৬৯ — মেঘলার বিশ্বাস

সন্ধ্যায় সৌরভ সবকিছু মেঘলাকে বলল।

মেঘলা একটুও চিন্তা না করে বলল—

—তুমি করনি?

—না।

—তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

—কিন্তু সবাই তো বিশ্বাস করবে না।

মেঘলা তার দিকে তাকিয়ে বলল—

—সবাইকে তোমার বিশ্বাস করানোর দরকার নেই। সত্যিটা বের করলেই হবে।

—যদি চাকরিটা চলে যায়?

—চাকরি আবার পাওয়া যাবে।

—আর যদি তোমার বাবা...

মেঘলা তার কথা থামিয়ে দিল।

—আমার বাবা তোমার বিরুদ্ধে থাকলেও আমি তোমার পাশে থাকব।

সৌরভ মৃদু হাসল।

—এই জন্যই তো তোমাকে এত ভালোবাসি।

অধ্যায় ৭০ — সন্দেহের শুরু

অফিসের আইটি বিভাগ তদন্ত শুরু করল।

সৌরভ নিজের লগইন হিস্ট্রি দেখল।

ফাইলটি তার কম্পিউটারে এসেছে রাত ৮টা ১৭ মিনিটে।

কিন্তু সে তখন অফিসেই ছিল না।

সে সঙ্গে সঙ্গে বলল—

—আমি ওই সময় অফিসে ছিলাম না।

একজন কর্মকর্তা বললেন—

—তাহলে আপনার পাসওয়ার্ড অন্য কেউ ব্যবহার করেছে।

সৌরভের মনে পড়ল—

কয়েকদিন আগে নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সময় সে পাসওয়ার্ড লিখে একটা কাগজ ডেস্কের ড্রয়ারে রেখেছিল।

সে ড্রয়ার খুলল।

কাগজটা নেই।

সৌরভের সন্দেহ হলো—

কেউ ইচ্ছা করেই তাকে ফাঁসিয়েছে।

অধ্যায় ৭১ — নীলার অদ্ভুত আচরণ

তদন্তের মাঝে সৌরভ লক্ষ্য করল, নীলা অস্বাভাবিকভাবে চুপচাপ।

সে জিজ্ঞেস করল—

—কী হয়েছে?

—কিছু না।

—তুমি কিছু জানো?

নীলা চোখ সরিয়ে নিল।

—আমি কেন জানব?

সৌরভ বলল—

—কারণ তুমি আমার টিমে কাজ করো।

নীলা কোনো উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পর বলল—

—সব সত্যি জানলে হয়তো তোমার ভালো লাগবে না।

—সত্যি কখনো খারাপ হয় না।

নীলা গভীর শ্বাস নিয়ে বলল—

—তাহলে আমাকে আজ রাতে দেখা করতে হবে।

—কোথায়?

—কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো কফিশপে।

অধ্যায় ৭২ — গোপন সাক্ষাৎ

রাত আটটা।

কলেজ স্ট্রিটের ছোট্ট কফিশপে সৌরভ বসে আছে।

কিছুক্ষণ পর নীলা এল।

তার হাতে একটি খাম।

—এটা নাও।

সৌরভ খাম খুলে অবাক হয়ে গেল।

ভেতরে কিছু প্রিন্ট করা কাগজ।

—এগুলো কী?

—তোমার বিরুদ্ধে যে ফাইল তৈরি হয়েছে, তার আসল কপি।

—তুমি এগুলো কোথায় পেলে?

নীলা চারদিকে তাকিয়ে আস্তে বলল—

—আমি জানি কে তোমাকে ফাঁসিয়েছে।

সৌরভের চোখ বড় হয়ে গেল।

—কে?

নীলা নামটি বলার আগেই কফিশপের দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

একজন লোক দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে।

নীলা ফিসফিস করে বলল—

—ওই লোকটা!

সৌরভ চেয়ার ছেড়ে দৌড় দিল।

অধ্যায় ৭৩ — ধাওয়া

কলেজ স্ট্রিটের ভিড়ের মধ্যে লোকটা দ্রুত হাঁটছে।

সৌরভ পেছন থেকে চিৎকার করল—

—এই! দাঁড়ান!

লোকটা দৌড় দিল।

সৌরভও পেছনে ছুটল।

গলির ভেতর ঢুকে লোকটা একটা মোটরবাইকে উঠতে যাচ্ছিল।

সৌরভ তার হাত ধরে ফেলল।

ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে লোকটির মুখ থেকে মাস্ক খুলে গেল।

সৌরভ তাকে চিনতে পারল।

—আপনি!

লোকটা কিছু বলল না।

তারপর হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেল।

সৌরভ দাঁড়িয়ে রইল।

তার মাথায় একটাই প্রশ্ন—

অফিসের এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক কী?

অধ্যায় ৭৪ — সবচেয়ে বড় ধাক্কা

সৌরভ যখন কফিশপে ফিরে এল, নীলা সেখানে নেই।

টেবিলের ওপর শুধু একটা ছোট্ট কাগজ।

তাতে লেখা—

> *"সৌরভ, আমাকে খুঁজবে না। তোমার জন্য বিপদ বাড়বে।"*

সৌরভের বুক কেঁপে উঠল।

সে সঙ্গে সঙ্গে মেঘলাকে ফোন করল।

—মেঘলা, একটা সমস্যা হয়েছে।

—কী?

—নীলা নিখোঁজ।

—কী বলছ?

—আর যে লোকটা আমাকে ফাঁসিয়েছে, তাকে আমি দেখেছি।

—কে?

সৌরভ কিছুক্ষণ চুপ করে বলল—

—মেঘলা... লোকটা তোমাদের বাড়ির খুব পরিচিত একজন।

মেঘলা স্তব্ধ।

—কে?

সৌরভের কণ্ঠ ভারী হয়ে গেল।

—অমিতাভ সেনের লোক।

মেঘলার হাত থেকে ফোন প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

কারণ অমিতাভ সেনই কয়েকদিন আগে বলেছিলেন—

“তুমি যদি মেঘলাকে ভালোবাসো, তাহলে তোমাকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।”

এবার কি সেই মানুষটাই তাদের ভালোবাসা ভেঙে দিতে চাইছে?

নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনো রহস্য আছে?

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৭৫ — অমিতাভের ছায়া

মেঘলা সারারাত ঘুমাতে পারল না।

সৌরভের কথাগুলো বারবার কানে বাজছিল—

“লোকটা অমিতাভ সেনের লোক।”

সকালে সে বাবার কাছে গেল।

—বাবা, অমিতাভ কাকু কি গত কয়েকদিন ধরে তোমার সঙ্গে দেখা করেছেন?

বাবা চমকে তাকালেন।

—হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

—এমনিই।

—হ্যাঁ, দু-একবার এসেছিল।

মেঘলা আর কিছু বলল না।

তার মনে সন্দেহ আরও গভীর হলো।

অধ্যায় ৭৬ — সত্যের খোঁজ

সৌরভ নিজের মতো করে তদন্ত শুরু করল।

সে অফিসের সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চাইল।

কিন্তু আইটি বিভাগ জানাল—

—গত সপ্তাহের কিছু ফুটেজ নষ্ট হয়ে গেছে।

সৌরভ অবাক।

একই সময়ে তার পাসওয়ার্ড উধাও, তার কম্পিউটারে সন্দেহজনক ফাইল, নীলা নিখোঁজ, আর এখন সিসিটিভি ফুটেজও নেই!

সবকিছু যেন পরিকল্পিত।

ঠিক তখন তার ফোনে একটি অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ এল—

"যদি সত্য জানতে চাও, আগামীকাল রাত দশটায় পুরোনো রেলগেটের কাছে এসো। একা।"

সৌরভ অনেকক্ষণ মেসেজটার দিকে তাকিয়ে রইল।

অধ্যায় ৭৭ — নিষেধ

সৌরভ মেঘলাকে কিছু বলতে চাইল না।

কিন্তু মেঘলা তার মুখ দেখেই বুঝে গেল।

—কী হয়েছে?

—কিছু না।

—তুমি মিথ্যা বলছ।

সৌরভ শেষ পর্যন্ত সব খুলে বলল।

মেঘলা বলল—

—তুমি একা যাবে না।

—কিন্তু আমাকে একাই যেতে বলেছে।

—তাহলে আমিও যাব।

—না। এটা বিপজ্জনক হতে পারে।

মেঘলা দৃঢ় গলায় বলল—

—তুমি বিপদে পড়বে আর আমি বাড়িতে বসে থাকব? সেটা হবে না।

সৌরভ তার হাত ধরে বলল—

—তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

মেঘলা চোখে চোখ রেখে বলল—

—আর তোমার কিছু হলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব?

সৌরভ কোনো উত্তর পেল না।

অধ্যায় ৭৮ — পুরোনো রেলগেট

রাত দশটা।

পুরোনো রেলগেটের চারপাশে অন্ধকার।

সৌরভ আর মেঘলা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি সামনে এসে দাঁড়াল।

—আপনারাই এসেছেন?

সৌরভ বলল—

—আপনি কে?

লোকটি চারপাশে তাকিয়ে বলল—

—আমি নীলার সহকর্মী।

মেঘলা বলল—

—নীলা কোথায়?

লোকটি নিচু গলায় বলল—

—ওকে আটকে রাখা হয়েছে।

সৌরভের বুক ধক করে উঠল।

—কোথায়?

—পুরোনো গুদামঘরে।

—কে আটকে রেখেছে?

লোকটি উত্তর দেওয়ার আগেই দূর থেকে গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

লোকটি আতঙ্কিত হয়ে বলল—

—আপনারা এখান থেকে চলে যান!

অধ্যায় ৭৯ — গুদামঘর

সৌরভ মেঘলার হাত ধরে দৌড়ে একটা পুরোনো গুদামঘরের দিকে গেল।

ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছে।

—কেউ আছেন?

—সৌরভ!

নীলার কণ্ঠ!

সৌরভ দরজা খুলে তাকে বের করে আনল।

—তোমাকে কে এখানে এনেছে?

নীলা কাঁদতে কাঁদতে বলল—

—আমি জানি না। কিন্তু আমি একটা কথা শুনেছি।

—কী?

—তোমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তার সঙ্গে অমিতাভ সেন সরাসরি জড়িত নয়।

সৌরভ থমকে গেল।

—তাহলে?

নীলা বলল—

—ওনার নাম ব্যবহার করছে অন্য কেউ।

মেঘলা অবাক হয়ে বলল—

—কে?

নীলা উত্তর দেওয়ার আগেই বাইরে গাড়ির ব্রেকের শব্দ হলো।

অধ্যায় ৮০ — আসল খেলোয়াড়

গুদামের দরজা হঠাৎ খুলে গেল।

অমিতাভ সেন দাঁড়িয়ে আছেন।

মেঘলা চমকে উঠল।

—কাকু!

অমিতাভ দ্রুত ভেতরে এসে বললেন—

—তোরা এখানে কেন?

সৌরভ রাগে বলল—

—আপনার লোকেরা নীলাকে অপহরণ করেছে!

অমিতাভ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন—

—আমি জানি।

—তাহলে আপনি কিছু করেননি কেন?

অমিতাভ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—কারণ আমি নিজেও ওদের নজরে আছি।

মেঘলা অবাক হয়ে বলল—

—মানে?

অমিতাভ ধীরে ধীরে বললেন—

—তোমার বাবার ব্যবসার ভেতরে বহুদিন ধরে একজন বিশ্বাসঘাতক কাজ করছে। আমি তাকে ধরার চেষ্টা করছিলাম।

সৌরভ বলল—

—কে সে?

অমিতাভ মেঘলার দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন—

—তোমরা যাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করো…

কথাটা শুনে মেঘলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

অমিতাভ শেষ কথাটা বললেন—

—**সে-ই এই পুরো খেলার আসল খেলোয়াড়।**

মেঘলা কাঁপা গলায় বলল—

—কিন্তু কে?

অমিতাভের চোখ এবার সৌরভের দিকে।

—**তোমার নিজের পরিবারে এমন একজন আছে, যে তোমাদের দুজনকে কোনোদিন এক হতে দেবে না।**

সৌরভ আর মেঘলা একে অপরের দিকে তাকাল।

তাদের ভালোবাসার সামনে এবার শুধু বাইরের শত্রু নয়—

ঘরের ভেতরের বিশ্বাসঘাতকও দাঁড়িয়ে গেছে।

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৮১ — ঘরের শত্রু

অমিতাভ সেনের কথার পর সবাই কিছুক্ষণ নিশ্চুপ।

মেঘলা কাঁপা গলায় বলল—

—কাকু, আপনি কি বলতে চাইছেন আমাদের পরিবারের কেউ এসব করছে?

অমিতাভ মাথা নাড়লেন।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কে?

—এখনই নাম বলা যাবে না। কারণ প্রমাণ আমার হাতে নেই।

সৌরভ বলল—

—তাহলে আমরা কী করব?

অমিতাভ শান্তভাবে বললেন—

—প্রথমে তোমাদের নিজেদের মধ্যেই খুঁজে দেখতে হবে, কার আচরণ গত কয়েকদিনে বদলেছে।

মেঘলা হঠাৎ একটা নাম মনে করে থেমে গেল।

—না...

সৌরভ তাকাল।

—কী হয়েছে?

—একজন আছে।

—কে?

মেঘলা উত্তর দেওয়ার আগেই বাইরে গাড়ির হর্ন বেজে উঠল।

অমিতাভ বললেন—

—এখন এখান থেকে বের হও। বাড়িতে গিয়ে কাউকে কিছু বলবে না।

অধ্যায় ৮২ — সন্দেহ

বাড়িতে ফিরে মেঘলা দেখল তার মামি বসে আছেন।

মামি বললেন—

—এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে?

মেঘলা কিছু না বলে ঘরে চলে গেল।

তার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে।

মামি কি কিছু জানেন?

কারণ কয়েকদিন আগে নীলা নিখোঁজ হওয়ার ঠিক আগে মামির ফোন থেকে একটা অচেনা নম্বরে কল গিয়েছিল।

মেঘলা ফোনটা হাতে নিয়ে নম্বরটি খুঁজল।

কল হিস্ট্রি মুছে ফেলা হয়েছে।

তার সন্দেহ আরও বাড়ল।

অধ্যায় ৮৩ — সৌরভের পরিকল্পনা

সৌরভ মেঘলাকে ফোন করল।

—তুমি কি কাউকে সন্দেহ করছ?

—হ্যাঁ।

—কাকে?

—এখন বলতে পারছি না।

—কেন?

—কারণ যদি আমি ভুল করি?

সৌরভ বলল—

—তাহলে প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষ দেবে না।

মেঘলা বলল—

—ঠিক আছে।

সৌরভ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—

—আমাদের একটা কাজ করতে হবে।

—কী?

—যে তথ্যটা শুধু আমরা দুজন জানি, সেটা অন্য কাউকে বলব না। আর যদি সেটা বাইরে যায়, তাহলে বুঝব কে খবর দিচ্ছে।

মেঘলা বুঝে গেল।

—মানে আমরা নিজেরাই ফাঁদ পাতব?

—হ্যাঁ।

অধ্যায় ৮৪ — গোপন খবর

পরদিন সৌরভ ইচ্ছে করে মেঘলাকে বলল—

—আমি কাল কলকাতা যাচ্ছি একটা গুরুত্বপূর্ণ নথি জমা দিতে।

মেঘলা জানত কথাটা মিথ্যা।

কিন্তু সে আর কাউকে কিছু বলল না।

রাতেই খবর এল—

কেউ একজন সৌরভের কলকাতা যাওয়ার কথা অমিতাভের শত্রুদের জানিয়েছে।

সৌরভ অবাক।

—খবরটা বাইরে গেল কীভাবে?

মেঘলা বলল—

—এখন আমাদের সন্দেহের উত্তর পাওয়া যাবে।

অধ্যায় ৮৫ — অনুসরণ

সৌরভ সত্যিই কলকাতার দিকে রওনা হলো।

কিছু দূর যাওয়ার পর সে লক্ষ্য করল, একটা সাদা গাড়ি তার পিছু নিয়েছে।

সে গাড়ির গতি কমাল।

সাদা গাড়িটাও কমল।

সে হঠাৎ অন্য রাস্তায় ঢুকে গেল।

গাড়িটাও পেছনে এল।

সৌরভ বুঝল—

কেউ তাকে অনুসরণ করছে।

সে মেঘলাকে ফোন করল।

—আমি ঠিক ছিলাম।

—কী হয়েছে?

—আমাকে কেউ ফলো করছে।

—সাবধানে থেকো।

—তুমি বাড়ি থেকে বের হবে না।

—ঠিক আছে।

কিন্তু ফোন কেটে দেওয়ার পর মেঘলা আর বসে থাকতে পারল না।

অধ্যায় ৮৬ — মেঘলার সাহস

মেঘলা নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সে সৌরভকে অনুসরণ করতে লাগল।

হঠাৎ সামনে সাদা গাড়িটা থামল।

দুজন লোক গাড়ি থেকে নেমে সৌরভের দিকে এগিয়ে গেল।

মেঘলা দূর থেকে সব দেখছিল।

তারপর আর নিজেকে আটকাতে পারল না।

সে গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করল—

—সৌরভ!

সৌরভ পিছনে তাকিয়ে হতবাক।

—মেঘলা! তুমি এখানে কেন?

মেঘলা দৌড়ে তার কাছে গেল।

ঠিক তখনই লোক দুজন পালিয়ে গেল।

সৌরভ রাগ করে বলল—

—তোমাকে বাড়িতে থাকতে বলেছিলাম!

মেঘলা চোখে পানি নিয়ে বলল—

—তুমি বিপদে থাকবে আর আমি বাড়িতে বসে থাকব?

সৌরভ কিছু বলতে পারল না।

সে শুধু মেঘলাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

অধ্যায় ৮৭ — সেই ফোন

হঠাৎ মেঘলার ফোন বেজে উঠল।

অচেনা নম্বর।

—হ্যালো?

ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠ—

—তোমরা যতই চেষ্টা করো, তোমাদের বিয়ে আমি হতে দেব না।

মেঘলা কেঁপে উঠল।

—কে আপনি?

—যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করো, তার ওপরই সন্দেহ করো।

ফোন কেটে গেল।

সৌরভ বলল—

—কে ছিল?

মেঘলা ফোনটা শক্ত করে ধরে বলল—

—জানি না।

কিন্তু তার মাথায় তখন একটাই মুখ ভেসে উঠেছে।

অধ্যায় ৮৮ — সত্যের কাছাকাছি

সেদিন রাতে মেঘলা তার বাবার পুরোনো আলমারি খুলল।

ভেতরে কিছু নথি।

একটা পুরোনো ছবি।

ছবিতে তার বাবা, অমিতাভ সেন এবং আরও একজন মানুষ দাঁড়িয়ে।

মেঘলা ছবিটা হাতে নিয়ে থমকে গেল।

লোকটাকে সে চিনতে পারল।

তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—

—এটা তো...

ঠিক তখনই পেছন থেকে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো।

মেঘলা ঘুরে দাঁড়াল।

দরজার সামনে একজন দাঁড়িয়ে।

অন্ধকারে মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

লোকটি ধীরে ধীরে বলল—

—অনেক কিছু জেনে ফেলেছিস, মেঘলা।

মেঘলা পিছিয়ে গেল।

—আপনি কে?

লোকটি আলোয় এগিয়ে এল।

মেঘলার চোখ বিস্ফারিত।

কারণ মানুষটাকে সে বহু বছর ধরে **নিজের পরিবারের একজন হিসেবেই বিশ্বাস করে এসেছে।**

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৮৯ — মুখোশের আড়ালে

আলোর রেখাটা ধীরে ধীরে লোকটার মুখে পড়তেই মেঘলার বুক কেঁপে উঠল।

—রণেন কাকু… আপনি?

রণেন চক্রবর্তী।

ছোটবেলা থেকে সে মানুষটাকে দেখেছে। বাবার ব্যবসার হিসাব দেখতেন, বাড়িতে এলে মিষ্টি নিয়ে আসতেন, আর তাকে "মেঘু" বলে ডাকতেন।

তিনি মৃদু হেসে বললেন—

—চিনতে পেরেছিস?

—আপনি… এখানে কেন?

রণেন কাকু ধীরে ধীরে আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন।

—যেটা খুঁজছিলি, সেটা রেখে দে।

মেঘলা ছবিটা বুকের কাছে চেপে ধরল।

—এই ছবিতে আপনি আছেন।

—হ্যাঁ।

—আর বাবা… আর অমিতাভ কাকুও।

রণেনের মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল।

—কিছু ছবি পুরোনো থাকলেই ভালো।

—আপনি কি সৌরভকে ফাঁসিয়েছেন?

তিনি সরাসরি উত্তর দিলেন না।

শুধু বললেন—

—যে প্রশ্নের উত্তর এখন পেয়ে যাবি, সেই প্রশ্ন আর করিস না।

মেঘলার হাত কাঁপছিল।

ঠিক তখনই বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

রণেন কাকু একবার জানালার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন—

—আজকের মতো থাক। আবার দেখা হবে।

পরের মুহূর্তেই তিনি পেছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অধ্যায় ৯০ — পুরোনো ছবির রহস্য

সৌরভ খবর পেয়ে ছুটে এল।

মেঘলা ছবিটা তার হাতে দিল।

সৌরভ ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল—

—এটা কত বছরের পুরোনো?

—প্রায় পনেরো বছর।

ছবির পেছনে কালো কালি দিয়ে লেখা—

“গঙ্গা প্রকল্প — ২০১১”

আর নিচে তিনটি স্বাক্ষর—

- অরিন্দম সেন (মেঘলার বাবা)
- অমিতাভ সেন
- রণেন চক্রবর্তী

সৌরভ বলল—

—গঙ্গা প্রকল্পটা কী?

মেঘলা মাথা নাড়ল।

—জানি না।

ঠিক তখনই অমিতাভ সেন এসে ছবিটা দেখে থমকে গেলেন।

তার মুখের রং বদলে গেল।

—এই ছবিটা কোথায় পেলে?

—বাবার আলমারিতে।

অমিতাভ ধীরে ধীরে বসে পড়লেন।

—তাহলে সময় এসে গেছে।

অধ্যায় ৯১ — গঙ্গা প্রকল্প

অমিতাভ বলতে শুরু করলেন—

“পনেরো বছর আগে আমরা তিনজন মিলে গঙ্গার ধারে একটা বড় খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প শুরু করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল মুর্শিদাবাদের জেলেদের মাছ সরাসরি বাজারে পৌঁছে দেওয়া।”

মেঘলা মন দিয়ে শুনছিল।

“প্রথম দিকে সব ঠিক ছিল। তারপর একদিন হিসাবের খাতায় কোটি টাকার গরমিল ধরা পড়ল।”

সৌরভ জিজ্ঞেস করল—

—দোষী কে ছিল?

অমিতাভ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—প্রমাণ পাইনি।

—কিন্তু সন্দেহ?

—রণেনের ওপর।

মেঘলা অবিশ্বাসের চোখে তাকাল।

—তাহলে এতদিন...

—আমরা চুপ ছিলাম। কারণ প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করলে সবকিছু ভেঙে পড়ত।

অধ্যায় ৯২ — নীলার প্রত্যাবর্তন

ঠিক তখনই নীলা এসে হাজির।

তার হাতে একটা পেনড্রাইভ।

—আমি এটা পেয়েছি।

সৌরভ বলল—

—এটা কী?

—সিসিটিভির ব্যাকআপ।

সবাই অবাক।

—কিন্তু ফুটেজ তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল!

নীলা মাথা নাড়ল।

—আসল সার্ভার থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাকআপটা অন্য জায়গায় ছিল।

সৌরভ ল্যাপটপে ফুটেজ চালাল।

ভিডিওতে দেখা গেল—

রাত ৮টা ১৭ মিনিট।

একজন লোক অফিসে ঢুকছে।

মুখে মাস্ক।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্য মাস্কটা সরে যায়।

মেঘলা চিৎকার করে উঠল—

—এ তো রণেন কাকু!

সৌরভ ভিডিও থামিয়ে দিল।

প্রথমবার তাদের হাতে শক্ত প্রমাণ এল।

অধ্যায় ৯৩ — নতুন বিপদ

সৌরভ বলল—

—এখনই পুলিশে যেতে হবে।

অমিতাভ হাত তুলে থামালেন।

—এক মিনিট।

—কেন?

—রণেন জানলে পালিয়ে যাবে।

মেঘলা বলল—

—তাহলে?

অমিতাভ বললেন—

—আগে ওকে এমন জায়গায় আনতে হবে, যেখানে ও নিজেই ভুল করবে।

ঠিক তখন সৌরভের ফোনে একটা মেসেজ এল।

"পেনড্রাইভটা দিয়ে দাও। নইলে যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো, তাকে হারাবে।"

সৌরভের মুখ শক্ত হয়ে গেল।

মেঘলা ফিসফিস করে বলল—

—ও জানে।

—কী?

—ও জানে প্রমাণ আমাদের হাতে।

অধ্যায় ৯৪ — ফাঁদ

অমিতাভ দ্রুত পরিকল্পনা করলেন।

“আমরা খবর ছড়াব, পেনড্রাইভটা আগামীকাল রাতে হাজারদুয়ারি প্রাসাদের সামনে তুলে দেওয়া হবে।”

সৌরভ বলল—

—কিন্তু আসল পেনড্রাইভ?

নীলা হাসল।

—ওটা আমার কাছেই থাকবে।

মেঘলা বলল—

—আর যদি ও বন্দুক নিয়ে আসে?

অমিতাভ শান্ত গলায় বললেন—

—তাহলে ওর শেষ ভুল হবে।

রাত গভীর হয়ে এল।

সবাই আলাদা হয়ে গেল।

সৌরভ মেঘলার দিকে তাকিয়ে বলল—

—ভয় পাচ্ছ?

মেঘলা মাথা নাড়ল।

—হ্যাঁ।

—তবু যাবে?

সে সৌরভের হাত শক্ত করে ধরে বলল—

—এই হাত একবার ধরেছি। ছাড়ব না।

সৌরভ মৃদু হেসে বলল—

—কালকের রাতটাই হয়তো সবকিছু বদলে দেবে।

দূরে হাজারদুয়ারি প্রাসাদের আলো ঝলমল করছে।

কিন্তু সেই আলোর আড়ালে লুকিয়ে আছে এমন এক মুখোমুখি সংঘর্ষ—

যেখানে সত্য, বিশ্বাস আর ভালোবাসার চূড়ান্ত পরীক্ষা হতে চলেছে।

মায়াবী চোখের মেয়ে

লেখক: সফিক শেখ

অধ্যায় ৯৫ – হাজারদুয়ারির রাত

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্রাসাদের সামনে রাত সাড়ে দশটা।

পর্যটকদের ভিড় অনেক আগেই কমে গেছে। দূরে ভাগীরথীর কালো জলে চাঁদের আলো কাঁপছে। হালকা বাতাসে পুরোনো গাছের পাতাগুলো শব্দ করছে।

সৌরভ জ্যাকেটের পকেটে একটি নকল পেনড্রাইভ রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

আসল পেনড্রাইভ নীলার কাছে।

অমিতাভ সেন আর দুইজন সাদা পোশাকের পুলিশ দূরে গাড়ির আড়ালে অপেক্ষা করছেন।

মেঘলা ফিসফিস করে বলল—

—সব ঠিক হবে তো?

সৌরভ তার হাতটা শক্ত করে ধরল।

—আজ আর পিছিয়ে যাব না।

ঠিক তখনই একটা কালো এসইউভি ধীরে ধীরে এসে থামল।

গাড়ির দরজা খুলে একজন নামল।

কালো ক্যাপ।

মুখে মাস্ক।

কিন্তু হাঁটার ভঙ্গিটা চিনতে ভুল হলো না।

রণেন চক্রবর্তী।

অধ্যায় ৯৬ – মুখোমুখি

রণেন এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বলল—

—পেনড্রাইভ এনেছ?

সৌরভ বলল—

—আগে নীলাকে কেন অপহরণ করেছিলে, সেটা বলুন।

রণেন হেসে উঠল।

—অপহরণ?

—হ্যাঁ।

—আমি শুধু ওকে চুপ থাকতে বলেছিলাম।

মেঘলা রাগে বলল—

—মিথ্যে বলবেন না।

রণেন এবার সরাসরি মেঘলার দিকে তাকাল।

—তুই ছোটবেলা থেকে আমাকে চিনিস।

—তাই বলে অপরাধী হলে ছেড়ে দেব?

রণেনের চোখ দুটো কঠিন হয়ে গেল।

—পেনড্রাইভটা দাও।

সৌরভ পকেট থেকে নকল পেনড্রাইভ বের করল।

রণেন সেটা নিতে হাত বাড়াতেই—

দূর থেকে অমিতাভ চিৎকার করলেন—

—এখন!

চারদিক থেকে পুলিশ এগিয়ে এল।

অধ্যায় ৯৭ — সত্য উন্মোচন

পুলিশ দেখে রণেন পালানোর চেষ্টা করল।

কিন্তু দৌড়ে কয়েক কদম যেতেই পিছলে পড়ে গেল।

পুলিশ তাকে ধরে ফেলল।

ঠিক তখনই সে হেসে উঠল।

—আমাকে ধরেছ বলে সব শেষ হয়ে গেছে ভাবছ?

অমিতাভ বললেন—

—সিসিটিভি ফুটেজ আছে।

রণেন ঠান্ডা গলায় বলল—

—ওটা দিয়ে কী হবে?

নীলা সামনে এসে আসল পেনড্রাইভটা দেখাল।

—এবার হবে।

রণেন প্রথমবারের মতো অস্বস্তিতে পড়ল।

সৌরভ বলল—

—অফিসে আমার কম্পিউটারে ফাইল কে ঢুকিয়েছিল?

রণেন চুপ।

মেঘলা বলল—

—উত্তর দিন।

রণেন ধীরে ধীরে বলল—

—আমি।

—কেন?

—কারণ তোমাকে সরাতে হতো।

সৌরভ অবাক।

—আমাকে কেন?

রণেন উত্তর দিল—

—তুই বেশি খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিলি।

অধ্যায় ৯৮ — পনেরো বছরের হিসাব

পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েই রণেন বলতে শুরু করল।

“পনেরো বছর আগে গঙ্গা প্রকল্পের টাকা আমি সরিয়েছিলাম।”

মেঘলার চোখ বিস্ফারিত।

“অরিন্দম আর অমিতাভ কিছু বুঝতে পারেনি।”

অমিতাভ রাগে বললেন—

—মিথ্যে!

রণেন হেসে বলল—

—প্রমাণ ছিল না।

“পরে যখন পুরোনো হিসাব আবার খুলতে শুরু করলে, তখন সৌরভকে ব্যবহার করলাম।”

সৌরভ বলল—

—তাহলে অফিসের ফাইল—

—আমিই রেখেছিলাম।

—নীলাকে—

—ও সব দেখে ফেলেছিল।

সবাই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

পনেরো বছরের রহস্য একে একে খুলে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৯৯ — বাবার ক্ষমা

পরদিন সকালে মেঘলার বাবা নিজে সৌরভের বাড়িতে এলেন।

সৌরভ অবাক হয়ে দরজা খুলল।

অরিন্দম সেন ধীরে ধীরে বললেন—

—ভেতরে আসতে বলবে না?

—জি... আসুন।

ঘরে ঢুকে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন—

—আমি ভুল করেছি।

সৌরভ মাথা নাড়ল।

—না স্যার।

—আমি তোকে সন্দেহ করেছিলাম।

—আপনার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও হয়তো করত।

অরিন্দমের চোখ ভিজে উঠল।

—আজ থেকে “স্যার” না।

—তাহলে?

—“বাবা” বলতে পারবি?

সৌরভ কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না।

তারপর আস্তে করে বলল—

—বাবা।

মেঘলা দরজার আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।

তার চোখে তখন সেই চিরচেনা মায়া।

অধ্যায় ১০০ — ইলিশের লেজ ভর্তা

সব ঝড় থেমে যাওয়ার পরের রবিবার।

সবাই মিলে ভাগীরথীর ঘাটে এসেছে।

মামা ঘোষণা দিলেন—

—আজ উৎসব!

মামি হেসে বললেন—

—আবার কী উৎসব?

—আজ ইলিশের লেজ ভর্তা দিবস!

সৌরভ হেসে বলল—

—এই উৎসবের শুরু কিন্তু ৩৩৪ টাকার বাজি থেকে।

মেঘলা বলল—

—আর শেষ?

সৌরভ তার দিকে তাকিয়ে বলল—

—শেষ নয়।

—তাহলে?

—এটাই শুরু।

গরম ভাতের ওপর ধোঁয়া ওঠা ইলিশের লেজ ভর্তা তুলে দিয়ে মেঘলা বলল—

—আজ একটা কবিতা হবে না?

সৌরভ হেসে বলল—

—হবে।

সে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল—

"তোমার মায়াবী চোখে প্রথম যেদিন নদী দেখেছিলাম,

সেদিন বুঝিনি—

ভালোবাসা আসলে গঙ্গার মতো।

কখনও শান্ত,

কখনও ভাঙন,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আপন মানুষকেই খুঁজে নেয়।"

মেঘলা হাসতে হাসতে বলল—

—এবার ৩৩৪ টাকা দাও।

সৌরভ অবাক।

—কেন?

—বাজিটা তো আমি জিতেছিলাম।

সবাই হেসে উঠল।

সৌরভ পকেট থেকে ঠিক ৩৩৪ টাকা বের করে মেঘলার হাতে দিল।

মেঘলা টাকা গুনে আবার তার শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

—এটা তোমার কাছেই থাক।

—কেন?

—কারণ তোমার সর্বস্ব এখন আর টাকা নয়।

সৌরভ তার হাতটা ধরে বলল—

—তাহলে?

মেঘলা মৃদু হেসে উত্তর দিল—

—আমি।

দূরে ভাগীরথীর জলে সূর্য ডুবছে।

হাওয়ায় ইলিশ ভাজার গন্ধ।

আকাশে প্রথম তারা জ্বলেছে।

আর সেই তারার নিচে দাঁড়িয়ে দুজন মানুষ বুঝে গেল—

তাদের ভালোবাসার গল্পের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়টা এখনই শুরু হলো।

সমাপ্তি

লেখক: সফিক শেখ

Popular posts from this blog

অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির শেষ ঠিকানা

August 22, 2026



অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির শেষ ঠিকানা লিখল: সফিক শেখ “যে ভালোবাসা ভুল বোঝাবুঝিতে হারিয়ে যায়, তার কান্না সময়ও মুছে দিতে পারে না।” অধ্যায় ১: তালাবের ধারে গোপন দেখা খোলা আকাশের নিচে গ্রামের পুরনো তালাব। চারদিকে কাশফুল দুলছে, বাতাসে কাঁচা ঘাসের গন্ধ। সন্ধ্যার আলো …

READ MORE

বৃষ্টিভেজা ভালোবাসা

August 25, 2026



বৃষ্টিভেজা ভালোবাসা লেখক: সফিক শেখ অধ্যায় ১: প্রথম দেখা জুন মাস। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় টানা বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে, রাস্তার দু'পাশে জমে থাকা পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা ছোট ছোট ঢেউ তুলছে। মুর্শিদাবাদের পনেরো বছরের এক স্কুলপড়ুয়া ছেলে ফাইয়া …

READ MORE

ভোরের অপেক্ষা লেখক: সফিক শেখ

August 18, 2026



নতুন ভোরের অপেক্ষা লেখক: সফিক শেখ **পর্ব–১** হয়তো আর কিছুক্ষণই বাঁচবো। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে আসছে। মাথা থেকে অঝোর ধারায় রক্ত বের হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে প্রিয়জনদের মুখগুলো। একটা ভুলের জন্য আমায় এত কষ্ট …

READ MORE



SOFIK SK

Archive